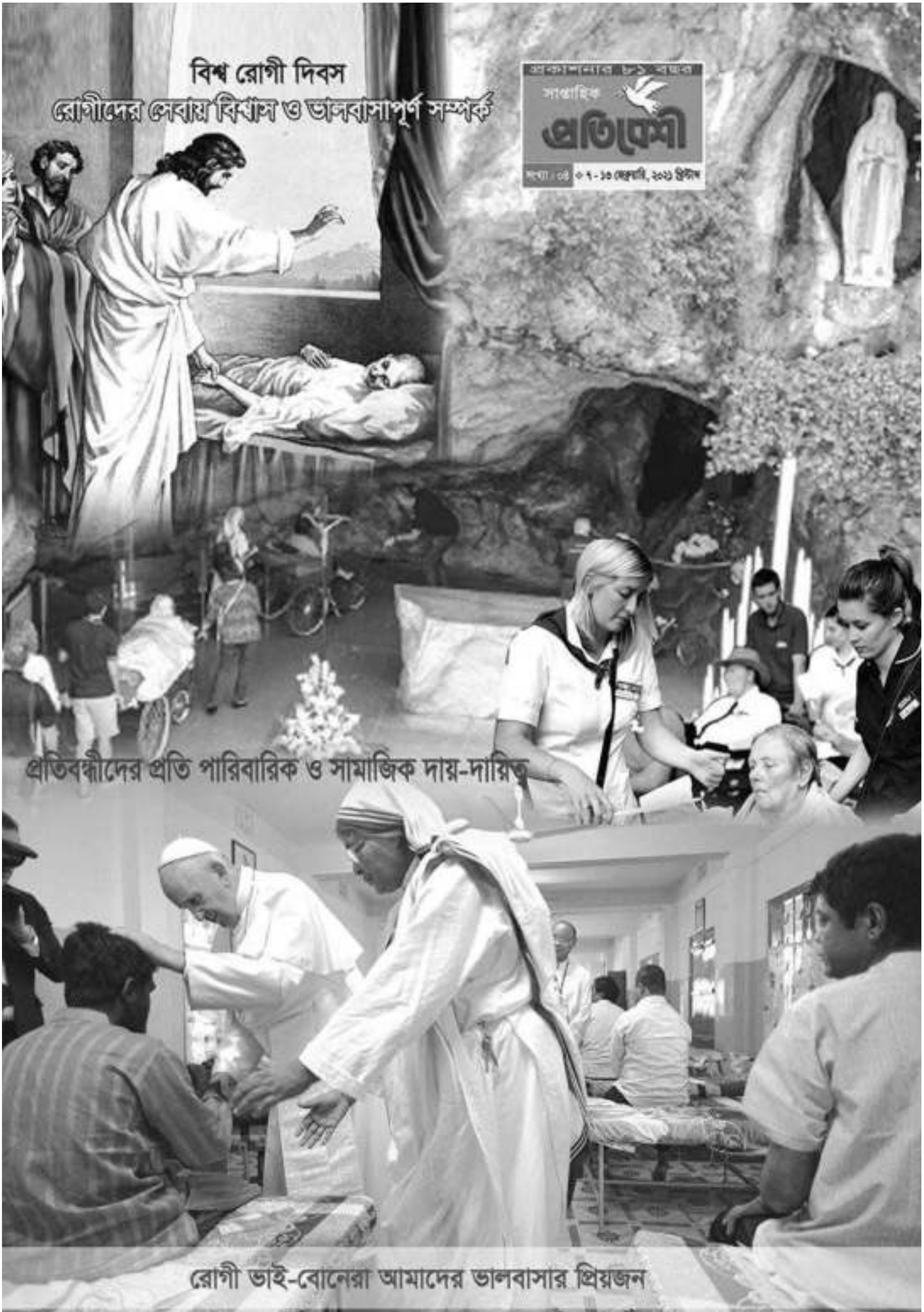
বিশ্ব রোগী দিবস
রোগীদের সেবায় বিশ্বাস ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
প্রতিবন্ধীদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব
রোগী ভাই-বোনেরা আমাদের ভালবাসার প্রিয়জন

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না প্রভু আমি তোমায় ছেড়ে'
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

মহা প্রয়াণের চৌদ্দটি বছর

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল চৌদ্দটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎ সংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালবাসায় ধন্য আমরা, প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতাঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা

স্ত্রী	:	পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে	:	ম্যিলিয়ন ইগ্নেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা	:	সিডি মার্থা পেরেরা
নাতনী	:	লিইরা মনীষা পেরেরা
ছোট ছেলে	:	রবি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা	:	টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা
জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

স্বর্গধামে প্রথম বছর

স্বর্গীয় ডানিয়েল কস্তা
জন্ম : ৩ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : ফরিয়াখালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
থানা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর।

"তুমি দিয়েছিলে, তুমি নিয়েছ প্রভু
ধন্য তোমার নাম
তোমার পৃথিবী, তোমারই স্বর্গ
পুণ্য সকল ধাম"

প্রিয় বাবা

দেখতে-দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পিতার রাজ্যে। বাবা, তোমাকে বড় বেশি মিস করি। তোমার অনুপস্থিতিতে নিষ্ঠুর শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের কাঁদায়। তোমার আদর্শ, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, হাসিমাখা মুখ কোন দিন ভুলতে পারবো না। প্রতি রবিবারের খ্রিস্টযাগে ও সন্ধ্যায় জপমালা প্রার্থনা করতে তুমি ভুলে যাওনি; তখন তোমাকে বেশি মনে পড়ে। তুমি ছিলে সত্যের সাধক, বিনয়ী, নম্র, উদার ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী: মিরা রোজারিও
ছেলে ও ছেলেবউ : শৌলেন-অঞ্জনা, বিকাশ-মন্দিরা, লিটন-লীলা, কানাডা প্রবাসী পিন্টু কস্তা ও প্রবাসী মিঠু কস্তা
মেয়ে ও মেয়ের জামাই : রেবেকা-আব্রাহাম, শিখা-নয়ন, রেনু-অমল
এবং আদরের নাতি-নাতনীরা, নাতনী জামাই, পুতি-পুতিন ও আত্মীয়স্বজন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৪
■■■■■ ০৭ - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ২৪ - ৩০ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

রোগীরা দূরের নয় কাছের মানুষ হোক

অসুস্থতা, রোগ-শোক মানব জীবনের কঠিন বাস্তবতা। নিরোগ বা সুস্বাস্থ্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হলেও জীবন পরিক্রমায় আমাদের অসুস্থতার মুখোমুখি হতে হয়। জীবনের জন্য তা অস্বাভাবিক নয় কিংবা কোন অভিশাপও নয়। যদিও কেউ কেউ কুসংস্কার বশে অসুস্থতাকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করে। যিশুখ্রিস্ট অসুস্থতাকে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের একটি সুযোগ বলে মনে করেন। অসুস্থতা একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর নির্ভরশীলতায় পরিপক্ক করে। জীবনে যাকিছু আবশ্যকীয় নয় তা বুঝতে সহায়তা করে এবং সাথে সাথে ঈশ্বরের সন্ধান এবং তাঁর কাছে ফিরে আসার প্রেরণা জাগ্রত করে। অসুস্থতা তাই সব সময় নেতিবাচক ফল নিয়ে আসে তা নয়। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতায় ও অজ্ঞতায় অসুস্থতাকে ব্যক্তির পাপের ফল হিসেবে মনে করলেও তা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। অসুস্থদের আপন করে নিয়েছেন যিশু নিজেই।

যিশু তাঁর প্রেরণকর্মে রোগীদের নিরাময় করতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। অসুস্থ ব্যক্তিরা নিজেরাই শুধু যিশুর কাছে আসেননি, অতি অসুস্থ ব্যক্তি যাদের নিরাময়ের সম্ভাবনা অনেক কম ছিল আত্মীয়-স্বজনেরা তাদেরকেও যিশুর কাছে নিয়ে এসেছেন সুস্থ হবার প্রত্যাশ্যায়। যিশু নিজেও অসুস্থদের কাছে গিয়েছেন এবং তাদের সুস্থ করেছেন। এমনিভাবে যিশু রোগী ও অসুস্থদের পাশে ও কাছে থাকার একটি আদর্শ দান করেছেন। রোগীদের প্রতি যিশু ছিলেন দয়াময়, সহানুভূতিশীল এবং কাছের মানুষ।

রোগীদের প্রতি যিশুর ভালবাসার স্পর্শ নিয়ে মণ্ডলীও রোগীদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। প্রতিবছর মাতামণ্ডলী ১১ ফেব্রুয়ারী বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে অসুস্থ-পীড়িতদের প্রতি যিশুর দয়া প্রকাশ করে যাচ্ছে এবং রোগীদের পাশে থাকার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাচ্ছে। এ বছরের রোগী দিবসের মূল বিষয়বস্তু হলো : বিশ্বাস ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। বিশ্বাস ও ভালবাসাপূর্ণ সেবা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে শক্তি নবায়ন করে, যা রোগী, গরীব, দরিদ্র, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের সেবা তথা আমাদের মৌলিক খ্রিস্টীয় দায়িত্ব পালনে শক্তি যোগায়। যিশুর প্রেরণকর্মে যেমনি নিরাময় কাজ প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি মণ্ডলীর পালকীয় কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাময়ের সেবাকাজটি রাখা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার পাশাপাশি রোগিদের বিশেষভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পীড়িতেদের পাশে থেকে যিশুর দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান রাখতে হবে। একই সাথে এমনভাবে সেবা দিতে হবে যাতে করে রোগিরা বুঝতে পারে তারা শুধু সেবা নয় ভালবাসাও পাচ্ছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, অসুস্থদের প্রতি আমাদের নৈকট্য ও সাহচর্য খ্রিস্টীয় ভালবাসাই প্রকাশ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। রোগীদের প্রতি অবহেলা সহ্য করা হবে না। তবে বাস্তবতা হলো, পরিবারের এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের অনেক সদস্যরা নিজেদেরকে কৌশলে রোগীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। করোনাকালীন সময়ে এই সত্যটি আরো বেশি উন্মোচিত হয়েছে। স্বাস্থ্যগত কারণে কাছে থাকতে না পারলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আমরা তো অনায়াসেই কাছে থাকতে পারি।

একজন রোগীকে সেবা করতে না পারলেও তার সাথে যদি হাসি মুখে কথা বলি তাহলেই সে আনন্দবোধ করবে। আমার ব্যবহার দ্বারা যদি একজন অসুস্থ ব্যক্তি মনে করে তার ভাল লাগছে, তাহলে তাওতো একটা বড় সেবা। সেবা শুধু রোগীদের প্রতি সহানুভূতি জানানো না। তাদের প্রতি ভাল আচরণ, তাদের সাথে কিছু সময় সহভাগিতা করা। অসুস্থ ও রোগীরা যখন অনুভব করবে তাদের পাশে কেউ আছে তখন তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার অবজ্ঞা, উদাসীনতা, বাজে কথা ও মন্দ রূঢ় আচরণ দিয়ে যেন কাউকে অসুস্থ করে না দিই; সে ব্যাপারেও যেন সচেতন থাকি। আসুন, যথাযথ যত্ন, সেবা ও সাহচর্য দিয়ে রোগীদেরকে সুস্থ করে তুলি এবং নিজেরা সুস্থ থাকি॥ ✝

মঙ্গলবাণী

'যিশু তাদের বললেন, চল, আমরা অন্য কোথাও, আশেপাশের সকল গ্রামে যাই, যেন আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি, কেননা সেজন্যই আমি বেরিয়েছি।' (মার্ক ১:৩৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

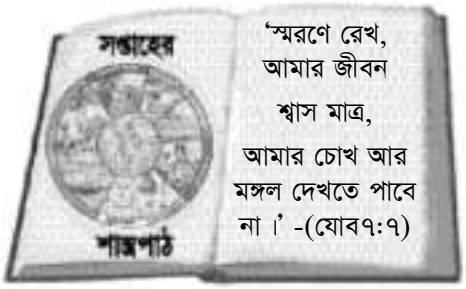

'স্মরণে রেখ, আমার জীবন শ্বাস মাত্র, আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না।' -(যোব৭:৭)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৭ - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৭ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
যোব ৭: ১-৪, ৬-, সাম ১৪৭: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, মার্ক ১: ২৯-৩৯

৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
আদি ১: ১-১৯, সাম ১০৪: ১-২ক, ৫-৬, ১০, ১২, ২৪, ৩৫গ, মার্ক ৬: ৫৩-৫৬

৯ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
আদি ১: ২০-- ২: ৪ক, সাম ৮: ৩-৮, মার্ক ৭: ১-১৩

১০ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী-এর স্মরণ দিবস
আদি ২: ৪খ-৯, ১৫-১৭, সাম ১০৪: ১-২ক, ২৭-২৮, ২৯খ-৩০, মার্ক ৭: ১৪-২৩
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ৭: ২৫-৩৫, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ১০: ৩৮-৪২

১১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
লূর্দের রাণী মারীয়া-এর স্মরণ দিবস
আদি ২: ১৮-২৫, সাম ১২৮: ১-৫, মার্ক ৭: ২৪-৩০
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ইসাইয়া ৬৬: ১০-১৪গ, সাম যুদিথ ১৩: ১৮খ-২০, যোহন ২: ১-১১
বিশ্ব রোগী দিবস।

১২ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
আদি ৩: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

১৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
আদি ৩: ৯-২৪, সাম ৯০: ২-৬, ১২-১৩, মার্ক ৮: ১-১০
বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. প্রাক্সেডো আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মারী দে লুর্দস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ মারীয়া কার্ডিনাল সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী ডরথী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯০২ ফাদার পিয়ের ফিচে সিএসসি
+ ১৯৪৫ ব্রাদার রোমেইন এল. লাফেরিয়ের সিএসসি
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. বার্ণার্ড এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফাদার স্তেফানো মনফ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সিস্টার কন্সটান্টিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রাদার আলেক্সসান্দ্রো তাস্কা এসএক্স

৯ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৬০ ফাদার আগষ্টিন মাস্কারহেনাস সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী ওয়েবার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার চাইরেরা পিরিচ এসসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৫ ফাদার যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ ভুর্ডি সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার রোদলফা ওরনাগো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৩ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি পিমে (দিনাজপুর)

১৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার মরিস জে. নরকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. চার্লস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সিস্টার রেজিনা কুজুর এসসি (দিনাজপুর)

পরপারে পাড়ি জমালেন নিপু গাঙ্গুলী ও যোসেফ কমল রড্রিক্স

খ্রিস্টীয় সঙ্গীত জগতের সুরের পাখিদের তিরোধানে শোকার্ত খ্রিস্টান সমাজ। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকলকে কাঁদিয়ে সুরের অমর জাদুকর, অভিজ্ঞ সংগীত পরিচালক নিপু গাঙ্গুলী চলে গেলেন পরম পিতার শান্তির রাজ্যে। বেশ কিছুদিন যাবৎই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তবে করোনাভাইরাসের মরণ ছোবলই তার প্রাণ কেড়ে নেয়।

নিপু গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ৪৫দিন পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল গীতি শিল্পী, বাংলাদেশ নজরুল গীতি সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সুরেলা কণ্ঠের কারিগর যোসেফ কমল রড্রিক্সও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে ঢাকাস্থ গ্রীণ লাইফ হাসপাতালে মারা যান। বহুমাত্রিক শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স অনেক আশা অপূর্ণ রেখেই চলে গেলেন পরম পিতার শান্তিধামে।

নিপু গাঙ্গুলী

যোসেফ কমল রড্রিক্স

নিপু গাঙ্গুলী ও যোসেফ কমল রড্রিক্স খ্রিস্টান সমাজের সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা উভয়েই বাণীদীপ্তির নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী ছিলেন এবং সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন। খ্রিস্টীয় সংগীত জগতে তাদের অবদান অনেক। তাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং বাণীদীপ্তির পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নিপু গাঙ্গুলী ও প্রয়াত শ্রদ্ধেয় যোসেফ কমল রড্রিক্সের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করার সাথে সাথে তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্যও প্রার্থনা ও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। **– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

বিশ্ব রোগী দিবস ২০২১ উপলক্ষে বিশপ মহোদয়ের বাণী

পোপ ফ্রান্সিস '২৯তম বিশ্ব রোগী দিবস ১১ফেব্রুয়ারি ২০২১' উপলক্ষে লুর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব দিবসে বাণী দিয়েছেন। বাণীর মূল বিষয় হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন শাস্ত্রের এই উক্তি, 'তোমাদের একজন মাত্র শিক্ষক আছেন, আর তোমরা সকলেই ভাইবোন' *(মথি: ২৩:৮)*। বাণীর বিষয়বস্তু হল- রোগীদের সেবায় 'বিশ্বাস ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক'। বিশ্বাস এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে শক্তি নবায়ন করে, যা রোগী, গরীব, দরিদ্র, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্দী ও অসহায়দের সেবা তথা আমাদের মৌলিক খ্রিস্টীয় দায়িত্ব পালনে শক্তি যোগায়।

বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস আমাদের সবাইকে বিভিন্ন পর্যায়ে অসুস্থ ও আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য-এর রিপোর্ট অনুসারে এ পর্যন্ত ৯৮ লক্ষাধিক মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ২ লক্ষ্যাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। পত্র-পত্রিকা বা সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, করোনাভাইরাসের লক্ষণ নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে।

করোনাভাইরাসের পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি সমস্যাগুলোও আছে। এগুলি বিশেষ করে বয়স্ক ও বৃদ্ধদের মাঝে দিনে-দিনে বাড়ছে। এসমস্ত রোগ এবং মৃত্যু আমাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলছে। আশাব্যঞ্জক দিক হল যে, এর টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে সচেতনতাও ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাপিও বিশেষ করে যারা দরিদ্র এবং অনুন্নত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের জন্য করোনার আতঙ্ক সারা বিশ্বে রয়েই গেছে। এক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার সতর্ক বার্তা তথা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

করোনাভাইরাস এবং অন্যান্য রোগ নিরাময়ের জন্য একযোগে কাজ করা এখন সময়ের দাবি। সুস্বাস্থ্য সকলেরই মৌলিক অধিকার। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, মানব শক্তি, সম্পদ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অসুস্থদের এবং সার্বিক মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া প্রয়োজন। আমরা 'সবাই ভাই-বোন' বা `Fratelli Tutti' নামক সর্বজনীন পত্রে তিনি আরও বলেছেন, আমরা কেউই একাকী জীবন-যাপন বা বাঁচতে পারি না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা সবাই একই গৃহের বাসিন্দা এবং আমরা সকলেই একই নৌকার যাত্রী।

পুণ্যপিতা আমাদের সবাইকে পরস্পরের সাথে, আমাদের অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে আহ্বান করেন। যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, বিশেষভাবে হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তারা যেন রোগীদের নিরাময় ও সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে আরো বেশি মনোযোগী এবং যত্নশীল হন। তিনি আরো বলেন এটি একটি সুযোগ, যেখানে রোগী এবং অসহায়দের সেবা দানের মধ্যদিয়ে আমরা সমাজ ও দেশের সেবা করতে পারি।

যারা অসুস্থ তাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও সাহায্যের মনোভাব থাকা উচিত। আমাদের সাহচর্যও সহযোগিতা অসুস্থদের কষ্ট ও যন্ত্রণার সময় সমর্থন এবং সান্ত্বনা দিতে পারে। পোপ মহোদয় বলেন, অসুস্থদের প্রতি আমাদের নৈকট্য ও সাহচর্য খ্রিস্টীয় ভালবাসাই প্রকাশ করে। যেমন মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত দয়ালু সামারীয় ভালবাসাপূর্ণ অন্তরে অসুস্থ ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

অসুস্থতার অনেক রকম ধরণ আছে। শারীরিক অসুস্থার সাথে সাথে, যারা নানা রকম অন্যায্যতা, বঞ্চনা, বৈষম্য ইত্যাদির যারা স্বীকার তারা সকলেই অসুস্থ। `Fratelli Tutti' বা 'আমরা সকলেই ভাই-বোন' সর্বজনীন পত্রে পোপ মহোদয় ভাতৃত্বপূর্ণ সংহতির প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা সকলেই পরস্পরের ভাই-বোন এবং পরস্পরের সেবা করার অর্থ হল আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা দিতে জানি।

খ্রিস্টীয় ভালবাসা, সমাজে সকলেরই নিরাময় আনয়ন করে। এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ বিশেষ করে যারা দরিদ্র এবং অভাবী কাউকেই বঞ্চিত করে না বরং সকলকেই স্বাগত জানায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গরীব এবং অসহায় তারা আমাদেরই স্বজন, আমাদেরই মতো মানুষ এবং অন্যান্যদের ন্যায় সকল মানবীয় যত্ন ও সেবা লাভ করার অধিকার রয়েছে। আমরা যেন তাদের প্রতি কোন রকম অনাচার বা বৈষম্য না করি।

প্রভু যিশু নিজেই অসুস্থ ও অসহায়দের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি বরাবরই তাদের প্রতি ভালবাসা ও দয়া নিয়ে তাদের কাছে এসেছেন এবং তার ভালবাসাপূর্ণ নিরাময়কারী সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপন আমাদের জন্য করোনা মহামারীকালীন সময়ে নতুন করে 'শান্তির পথে যত্নের সংস্কৃতি' গড়ে তোলায় একটি সুযোগ। আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ যত্ন আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশ তথা সারা বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিতে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পরিশেষে আসুন আমরা লুর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব দিবসে 'রোগীদের স্বাস্থ্য মারীয়া'র দিকে তাকাই। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা এবং মানুষের জন্য ভালবাসার তিনি আদর্শ। যারা অসুস্থ, বৃদ্ধ-অসহায়, প্রতিবন্ধী এবং যারা রোগীদের দেখাশুনা করে তাদের সকলের জন্য আসুন আমরা প্রার্থনা করি।

+ পনেন পল কুবি সিএসসি

এপিস্কপাল কমিশন ফর হেলথ কেয়ার (ই. সি-এইচ.সি)।

রোগী ভাই-বোনেরা আমাদের ভালোবাসার প্রিয়জন

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের প্রেরণ কার্যের একটি বড় Priority ছিল অসুস্থ্য মানুষের সেবা করা। আমরা মঙ্গলসমাচারের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই, যিশুর কথা যখনই মানুষ শুনতে পেতো তখনই নিজেরা যিশুর কাছে আসতো সুস্থ হতে, সেই সাথে অনেক অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, অন্ধ, খঞ্জ, নুলোসহ বিভিন্ন মানুষ তার কাছে আসতো সুস্থ হতে। আর যিশুও তাদেরকে সুস্থ করতেন। "তিনি যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন বহুলোক ভিড় করে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগল। সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এগিয়ে এসে প্রণত হয়ে বলল: "আপনি চাইলেই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন!" যিশু হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, তাই চাই আমি, তুমি সেরেই ওঠ! আর তখনই তার কুষ্ঠরোগ সেরে গেল *(মথি ৮:১-৩)*।" সুতরাং, যিশু যেহেতু মুক্তিদাতা সেই জন্য মানুষের যত রোগ-ব্যাধি তা থেকে তিনি তাদের নিরাময় করেছেন।

রোগীদের আমরা সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমত, শারীরিকভাবে অসুস্থ: শারীরিকভাবে অনেক রোগী আছে যারা বিভিন্নভাবে কষ্ট পেয়ে থাকে। যেমন- প্রতিবন্ধী, ক্যান্সার রোগী, কিডনী রোগী, ডায়ালসিস রোগী, পঙ্গু রোগী এবং যারা বয়সের ভারে ক্লান্ত অর্থাৎ বয়স্ক-বয়স্কা রোগী। শারীরিকভাবে যারা অসুস্থ আমরা যেন তাদের সর্বদা সেবা করতে এগিয়ে আসি। সেই ধরণের রোগী হতে পারে আমাদের ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন কিংবা আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা।

দ্বিতীয়ত, মানসিক রোগী: যাদের বাহ্যিকভাবে রোগের লক্ষণ নেই কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন যাদের আমরা বলি পাগল বা সাধারণ মানুষের মতো তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে তারা অক্ষম। এই রোগীদের আমাদের আরো বেশি যত্ন করতে হয় কারণ তাদের নিজেদের কাজও অনেক সময় করে দিতে হয়।

তৃতীয়ত, আধাত্মিক রোগী: এই ধরণের রোগীরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে কিংবা জীবনের অনেক সময় তারা ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন কিছু চেয়েছে কিন্তু ঈশ্বর তাদের সব চাওয়া পাওয়া পূরণ না করাতে হতাশ হয়ে পড়িয়ে এবং নিয়মিতভাবে আত্মার যত্ন থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। এদেরকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরণের আধাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নতির দিকে ধাবিত করতে হয়।

ইংরেজিতে একটি কথা বলা হয়, Love was given by God not to keep it insight because Love is not Love untill you share it with others. আমাদের জীবনে রোগীদের সেবা করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর বা যিশুর প্রেরণ কার্যে সহভাগী হয়ে উঠি। আর এই প্রেরণ কার্য হলো অন্যকে ভালোবাসাময় সেবাদানের মাধ্যমে নতুন জীবন দান করা।

কুষ্ঠরোগীদের বন্ধু সাধু দামিয়েন যখন কুষ্ঠরোগীদের সেবা করার জন্য নির্জন দ্বীপে যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা বলছিল, আপনি দয়া করে সেখানে যাবেন না, কারণ সেখানে গেলে আপনারও কুষ্ঠরোগী হবে। সাধু দামিয়েল সেখানে প্রথম গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি একজন কুষ্ঠরোগীর ঘায়ে চুম্বন করলেন এবং কিছুদিন পর তার নিজের শরীরেও কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। এরপর তিনি লোকদের বললেন, আমি এখন এদেরকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে পেরেছি কারণ এখন আমার শরীরে কুষ্ঠরোগ দেখা দিয়েছে। আমি যে এখন এদের একজন হতে পেরেছি। তাই মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু যোহন তার পালকীয় পত্রে বলেন, আমি যদি বলি আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি কিন্তু আমি মানুষকে ভালবাসি না, তাহলে আমি মিথ্যাবাদী কারণ আমি যাকে নিজের চোখে দেখেও ভালবাসতে পারি না তাহলে অদৃশ্য ঈশ্বর যাকে দেখা যায় না তাকে কিভাবে ভালোবাসবো! মাদার তেরেজা একবার রাস্তা থেকে কুকুরে খাওয়া মানুষকে জীবিত অবস্থায় তাঁর হাউজে নিয়ে এসেছিলেন, এর ১ ঘন্টা পর লোকটি মারা যায়। মৃত্যুর আগে লোকটা বলেছিলেন, "আমি রাস্তায় কুকুরের মতো মরছিলাম আর এখন আমি দেবতার মতো মরতে পারছি।" তাই বলা যা মানুষের সেবা করার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই আমাদের শেষ বিচারটাও হবে ভ্রাতৃপ্রেমের মানদন্ডে।

আমরা কিভাবে আমাদের জীবনে রোগীদের সেবা করতে পারি। আসুন কয়েকটি পদক্ষেপের মাধ্যমে তা অনুভব করতে চেষ্টা করি।

১। আমাদের পরিবারে যারা প্রিয়জন আছে তাদের প্রতি আমাদের করুণা নয় বরং ভালোবাসা প্রর্দশন করে আমরা রোগীদের সেবা করতে পারি।

২। যেসব রোগীরা অর্থের অভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন না। তাদেরকে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী আর্থিকভাবে সাহায্য করার মধ্যদিয়ে রোগীদের সেবা করতে পারি।

৩। যারা আমরা নার্স কিংবা ডাক্তার বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কাজ করি আমাদের নিস্বার্থ সেবাদানের মাধ্যমে রোগীদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

৪। রোগীদের সাথে প্রার্থনার করার মধ্যদিয়ে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক সান্ত্বনা দান করা।

৫। পরামর্শ দানের মাধ্যমে এবং পরিচিত ডাক্তারদের সাথে সাক্ষাৎ এর সুযোগ প্রদান করে।

৬। বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা সংঘ সমিতির কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।

৭। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

৮। রক্তদান ও অন্যান্য শারীরিক বিষয় দানের মাধ্যমে।

আসুন, আমরা রোগী দিবসে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, আমরা রোগীদের প্রতি আরো বেশি সহনশীল হবো। তাদের সেবা দানের ক্ষেত্রে আরো বেশি আত্ম ত্যাগী হবো। তাদের জীবনের কষ্টের সময় তাদেরকে শক্তি ও সান্ত্বনা দান করবো এবং আমাদের সামর্থ অনুযায়ী আমরা তাদের নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনে যেকোন প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকবো কারণ রোগী ভাই-বোনেরা আমাদের ভালোবাসার প্রিয়জন॥ ❑

মানব দরদী এক ব্যতিক্রমী ডাক্তার বার্ণার্ড বিপ্র নাথ

জেরাল্ড রড্রিক্স

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির ১৬ তারিখে ডাক্তার বার্ণার্ডের মৃত্যুর পর একটি প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য চেষ্টা করছি। প্রশ্নটা হলো- আমরা কি ডাক্তার বার্ণার্ডকে যথার্থ সম্মান-স্বীকৃতি দিতে পেরেছি মানবতার জন্য তার অবিরাম নিস্বার্থ সেবাদানের প্রতিদানে। যা তার প্রাপ্য। অন্যভাবে বলতে পারি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ডাক্তার বার্ণার্ডের অকৃত্রিম সেবার প্রতিদান আমরা কি দিতে পেরেছি। আমার সোজা-সুজি উত্তর 'না'। তাইতো তার অনুপস্থিতি আমার কাছে দারুণ কঠিনভাবে অনুভূত হচ্ছে যতটা না অনুভূত হতো যখন তিনি জীবিত ছিলেন। কি তাকে আমাদের সকলের কাছে এতোটা প্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য করে তুলেছে! বিশেষভাবে গরীব ও পিছিয়ে পড়াদের কাছে। রোগীদের সাথে হালকা দুষ্টুমি করতে পারার দক্ষতা তাকে রোগীদের অন্তরে স্থান করে দিয়েছে। এই গুণই তাকে সকল ধর্মের ও বয়সের লোকদের কাছে তাকে ব্যতিক্রমী এক দরদী ডাক্তার করেছে।

প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ডাক্তার বার্ণার্ড নাথের জন্ম ২২ নভেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিমল চন্দ্র নাথ ও মিসেস শতদল নাথের পরিবারে বাগেরহাটের মোংলার চিলা বাজারে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মোংলায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি বান্দুরার ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করেন এবং বান্দুরা হলিক্রস স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে আবার মোংলাতে চলে যান এবং ৯ম শ্রেণীতে সেন্ট পল'স উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকার নটরডেম কলেজে ভর্তি হন। নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পাশ করার পর তাকে একই খ্রিস্টাব্দে ইতালির পারমায় পাঠানো হয় মেডিসিনের উপর পড়াশুনা করার জন্য। পারমা ইউনিভার্সিটি থেকে মেডিসিনে ডক্টর হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। দেশে ফিরে তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মোংলার সেন্ট পলস্ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে সেবা দেন। তারপর তিনি ঢাকায় এসে সালভেশন আর্মি (ইউএইচডিপি), মিরপুরে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মদায়িত্ব পালন শুরু করেন। সুদীর্ঘ ৩২ বছর (১৯৮০-২০১২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সেখানে সকল স্তরের সহকর্মী ও রোগীদের কাছে প্রশংসা ও সম্মানের সাথে কাজ করেছেন। তার কোমল স্পর্শ, যত্ন ও স্নেহে অনেক রোগীর কাছে তিনি ভরসার ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বার্ণার্ডের প্রশংসা করে এক স্বীকৃতিপত্রে সালভেশন আর্মির কমান্ডিং অফিসার লিখেছেন- 'ঈশ্বর অন্যায্য নন, তিনি তোমার কাজগুলোকে এবং তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা; যা তুমি গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছিলে এবং করে যাচ্ছ তা ঈশ্বর ভুলে যাবেন না, ঔষধের উপর পড়াশুনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্যসেবায় নিজেকে আরো বেশি নিমজ্জিত করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুষ্ঠ চিকিৎসা বিষয়ক দেড়মাসের একটি প্রশিক্ষণ নেন ইণ্ডিয়ার বেলুরের কারিজিরিতে। টিবি এইচআইভি/এইডস্ এবং শ্বাসরোগ নিয়ে ১ম সার্ক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন নেপালের কাঠমুন্ডুতে ডিসেম্বর ১৪-১৭, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবায় ডাক্তার বার্ণার্ড

তাপসী ফ্লোরেন্সকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করে আদর্শ পরিবার গড়ার যাত্রা শুরু করেন। মা-বাবার উত্তম খ্রিস্টীয় আদর্শ পেয়ে তাদের দুইসন্তান এরিক শাওন ও এডুইন দেশের বাইরে থাকলেও সুন্দর পারিবারিক জীবন-যাপন করছে।

কিছু মানুষের মধ্যে আমিও একজন সুভাগ্যবান ব্যক্তি যে ডাক্তার বার্ণার্ডের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছি শৈশবকাল থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত। আমরা তাকে দেখেছি কিভাবে সে তার জীবনে যিশুর নিরাময়ের মিশনটি বাস্তবায়িত করেছে চিকিৎসা সেবায় তার দক্ষতা ও স্নেহময় ভালবাসার স্পর্শে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যে রোগীরা একবার তার সেবা পেয়েছে তারা সারাজীবন গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তার গুণগান ও প্রশংসা করবে।

ডাক্তার বার্ণার্ড ছিলেন এলোপ্যাথিক মেডিসিনের ডাক্তার। তিনি দয়ার্দ্র ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেবা করতেন। সারাজীবন ধরেই তিনি তার দক্ষতা, সর্বোত্তম দয়া ও সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে সকল স্তরের রোগীদের যত্ন নিয়েছেন। তিনি তার এই দারুণ সেবা দিয়ে সব সময় মানুষের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চেষ্টা করতেন। তার একটি উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রোগীদের কাছ থেকে যৎসামান্য চিকিৎসা ফি নিতেন। গরীব ও অভাবীদের কাছ থেকে অনেক সময় তাও নিতেন না। তার উন্নত চিকিৎসা পরামর্শ ও অতুলনীয় দয়াদানের জন্য রোগীদের কাছে খুব সম্মান পেতেন। শুধু ঢাকাতেই নয় সারাদেশেই সুনামধন্য একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব সাদাসিধে ও সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। মাছরাঙ্গা টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তার সাদাসিধে জীবনের পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, আমি বর্তমানে যা অর্জন করতে পারছি তাতেই আমি খুশি কেননা তা দিয়ে আমার পরিবার স্বাভাবিকভাবেই পরিচালনা করতে পারছি।

অসংখ্য রোগিরা তার গুণগত সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আসলে সকলেই ডাক্তার বার্ণার্ডকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালবাসতো। তিনি এমন একজন ডাক্তার যার বিকল্প পাবো বলে মনে হয় না। আমার দেখা তিনিই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ যিনি রোগিদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক্স-রে অযথা প্রভৃতি

দিয়ে বোঝা বাড়িয়ে দিতেন না। ফলশ্রুতিতে রোগিরা আশ্বস্থ হতেন ও ঔষধ গ্রহণ করে সুস্থতা লাভ করতেন। রোগিদের সঠিক ঔষধদানে তিনি এক ওস্তাদ, এক অবিশ্বাস্য ডাক্তার যে রোগিদের মঙ্গলের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। ফলশ্রুতিতে রোগিরা এমনিতেই আশ্বস্থ হতো। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ডাক্তার বার্ণার্ডের প্রশান্তময় আশ্বাসে ও উপকার পেয়ে তার সকল রোগিরা এখনো তার কাছে কৃতজ্ঞ।

চিকিৎসা সেবায় ডাক্তার বার্ণার্ডকে আমাদের দেশে 'সেরাদের সেরা, বলে আখ্যায়িত করতে পারি। তার পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও দয়ার্দ্রতা প্রশংসীয়। এগুলোর মধ্যদিয়ে তিনি নিরাময়কারী যিশুর আদর্শ মূর্ত করে তুলতেন জগতের কাছে। যার কাছে আসতে দরিদ্র ও অভাবীরা কুণ্ঠিত হতো না। তাইতো সালভেশন আর্মিতে দরিদ্র রোগিদের সেবা দেবার পরেও প্রতি শনিবার তেজগাঁও এ মাদার তেরেজার সিস্টার বাড়িতে অতি দরিদ্র ও অবহেলিত রোগিদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা সেবা দিয়ে গেছেন। ১৯৯২-৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রমনার সেন্ট যোসেফস ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতেও তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ঐ সময়ের পরিচালক ডাক্তার বার্ণার্ডের বন্ধু ছিলেন। কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে তিনি বিভিন্ন সংঘ-সমিতির আহ্বানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস দিয়েছেন। মানিকেগঞ্জের সিংগাইরে দরিদ্র মুসলিমদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। রোগিদের কোন পরীক্ষা দেবার আগে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে রোগির কথা শুনতেন, জানতে চাইতেন তার স্বাস্থ্যের সমস্যার কথা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যা থেকেই সমাধানের পথ বের করতে পারতেন তিনি। তার সমস্যা নির্ধারণ ও ঔষধ দান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক হতো। তিনি সেই উত্তম চিকিৎসক যিনি জীবন ও আত্মার বিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাইতো তিনি তার স্নেহের পরশে রোগিদের মনে সুখ ও শান্তি জাগ্রত করতে পারতেন। সর্বোপরি, ডাক্তার বার্ণার্ড বি. নাথ তার ব্যতিক্রমী চিকিৎসা সেবা দিয়ে রোগিদের নিরাময় করতেন। এই ক্ষুদ্র জীবনে দরিদ্রদের সেবার্থে যে শুভ কাজগুলো ডাক্তার বার্ণার্ড করে গেছেন, তার জন্য ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত সুখ দান করেন। যিশু বলেন, 'এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও জন্য তুমি যা কিছু করেছ, তা তুমি আমারই জন্য করেছ *(মথি: ২৫:৪০)*।' আমি বিশ্বাস করি যিশু ডাক্তার বার্ণার্ডকে দেখে বলবেন, তুমি দরিদ্রদের জন্য যা করেছ, তা আমারই জন্য করেছ। এসো, আমার সাথে অনন্ত সুখে বাস করো॥ ❑

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে এক দরিদ্র মুসলিম যুবকের চিকিৎসা দিচ্ছেন ডা: বার্ণার্ড

প্রতিবন্ধীদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

১. প্রাক কথা: পৃথিবীর ইতিহাসে অবিরাম কালের প্রবাহে বৈচিত্র্যময় নানা উপাদান নিয়ে আমাদের মানব সমাজ গঠিত। আর সমাজের অভ্যন্তরে মানুষের মধ্যে এই বৈচিত্র্য আরো বেশি লক্ষ্যণীয়। সমাজে জীবন-যাপনরত মানুষের মধ্যে পৃথক-পৃথক ব্যক্তিসত্ত্বা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ, দোষ-ত্রুটি ছাড়াও বাহ্যিকভাবে রয়েছে আরো অনেক পার্থক্য। সমাজে কেউ-কেউ আছে যারা কিনা আর দশজন মানুষ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদেরকে আমরা সাধারণত প্রতিবন্ধী বলে থাকি। তাই স্বাভাবিক মানুষের বাইরে যেসব মানুষের শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত তাদের বলা হয় প্রতিবন্ধী। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনে চলার পথে স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চিন্তা করতে যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারাই প্রতিবন্ধী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এর মতে, "একজন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন তিনি, যার স্বীকৃত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার দরুণ যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা কমে যায়।" ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের ৩৭তম সাধারণ সভার সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী বলতে বুঝায়, "মানুষের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে উদ্ভূত এমন কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা যা একজন মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত করে।" বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুযায়ী, "প্রতিবন্ধী অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্যকোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম।"

২. প্রতিবন্ধীতার কারণ: বিভিন্ন কারণে একজন মানুষ প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধীতার বংশানুক্রমিক প্রধান প্রধান কারণগুলো হলো:

* রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে
* উচ্চ মাত্রার জ্বর কিংবা মস্তিষ্কের ইনফেকশন বা টিউমারের কারণে
* মায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নিচে অথবা ৩০ বছরের উপরে হয়
* গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে মা যদি কোনরকম কড়া ঔষধ বা কীটনাশক গ্রহণ করে থাকে
* গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যদি হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা বা ডায়াবেটিস থাকে
* অপরিণত শিশু জন্মগ্রহণ করলে
* সন্তান জন্মের সময়ে অব্যবস্থাপনা বা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে।

৩. পরিবারে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান: যেকোন মানুষের সামাজিক অবস্থান শুরু হয় পরিবার থেকেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। পরিবার থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যাত্রা শুরু। পরিবার থেকেই তৈরি হয় তাদের জীবনের ভিত্তি। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কোন না কোনভাবে প্রায় সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই নিজ নিজ পরিবারে অবহেলা ও অনাদরের শিকার। অবহেলার দরুণ তারা হতাশা, দুর্দশা, দারিদ্রতার অভিশাপ নিয়ে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। অনেক সময় অনাহারে জীবন কাটাতে হয় অনেক প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদেরকে। যে পরিবারে দিনে তিন বেলা খাবারই জোটে না সেই পরিবারে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। ফলে সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবারই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে পরিবারের বোঝা ও ঝামেলা হিসেবে মনে করে। অনেক পরিবার আবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটির গুরুতর অবস্থা দেখে তিলে-তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের আজকের অনেক গণমাধ্যমেই নজরে আসে, পরিবারে মায়ের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে প্রতিবন্ধী সন্তান ও মাকে পরিবার থেকে বেড় করে দেওয়া হয়। পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অসহায় ও বেকার জীবন-যাপন করে বলে তাদের মতামত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হলেও তা তেমন গুরুত্ব পায় না। অনেক হতদরিদ্র পরিবার প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তিকে আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করে ভিক্ষাবৃত্তি বা নানা অপকর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে। সমাজের মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটিকে আরো বেশি যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তারা পরিবারে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রতিবন্ধী সন্তানটির কথা মোটেই ভাবে না। আর সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে কোন অধিকারও পরিবার থেকে দেওয়া হয় না।

৪. সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান: আমাদের দেশে পরিবারের মতো সমাজেও প্রতিবন্ধীদের অবস্থা অত্যন্ত অবহেলিত ও নাজেহাল। পরিবার থেকে শুরু করে প্রায় সব স্থানেই প্রতিবন্ধীদেরকে একটু খাটো ও হেয় করে দেখা হয়। সমাজে আর দশজন মানুষের মতো প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সব অধিকার ভোগ করার কথা থাকলেও বরাবরই তারা তা থেকে বঞ্চিত। আবার পরিবারের আত্মীয় স্বজনেরাও লোকলজ্জার ভয়ে প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের আড়ালেই রাখে। এতে সমাজে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের অবাদ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান, বিয়ে, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে নানান বৈষম্যের ভীরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নিজেদেরকে রীতিমত সবকিছু হতে গুটিয়ে নেয়। দেখা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সংগঠন তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করলেও, সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ প্রতিবন্ধীতা বিষয় সম্বন্ধে অবগত হলেও সেসব এলাকায় সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রতিকূল পরিবেশ আজও গড়ে ওঠেনি। কেননা সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মানুষ হিসেবে তেমন মর্যাদা পায় না। অন্যদিকে সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এখনও নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে সম্বোধন করে; যেমন- পাগল, বোকা, হাবাগোবা

ইত্যাদি। সুবোধ সম্পন্ন মানুষের এই সমস্ত অসহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের নামও যেন সমাজে স্থান পায় না। তাদের সুন্দর নাম থাকলেও তা যেন অচিরেই হারিয়ে যায় গহীন অরণ্যে। আমাদের সমাজে আজও ধারণা রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কিছুই করতে পারে না। কিছুই ভাবতে পারে না। কিছুই বোঝে না।

৫. মণ্ডলীর দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান : খ্রিস্টমণ্ডলীর আদর্শ ও পরম্পরাগত শিক্ষানুযায়ী আদিতে পিতা ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর জগতকে ভালবেসেছেন। তিনি জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠালেন। পিতা ঈশ্বর যেমন আমাদের ভালবেসেছেন, তেমনি প্রভু যিশু খ্রিস্টও আমাদের ভালবাসলেন। আর মণ্ডলী যেহেতু প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহ, তাই মণ্ডলী প্রভু যিশুর ন্যায় আমাদের ভালবাসেন। মানুষ মাত্রই আমরা পিতা ঈশ্বরের অতি প্রিয় ও অতি আপন সন্তান। "ভয় পেয়ো না তুমি, আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি তোমায়; তাই নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম, তুমি তো আমারই *(ইসা ৪৩:১)*।" দিন দিন মানুষ জাগতিক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে কেবল উপরের দিকেই উঠছে। সিঁড়ির নিচের দিকে তারা একবার ফিরেও তাকাতে চায় না। অথচ ঐ সিঁড়ির নিচেই পড়ে আছে দুর্বল, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষেরা। আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজেও আমরা প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদেরকে দেখতে পাই। পিতা ঈশ্বরের মত মণ্ডলীর দৃষ্টিতেও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা অতি মূল্যবান ও অসাধারণ মানুষ। "কেননা সংসারের চোখে যা মূর্খ, পরমেশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্য। সংসারের চোখে যা দুর্বল, পরমেশ্বর তাই মনোনীত করেছেন, যা শক্তিশালী, তাকে অবনমিত করার জন্য। আবার সংসারের চেখে যা হীন, যা অবজ্ঞাত, যার কোন প্রতিষ্ঠাই নেই, পরমেশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন, যা প্রতিষ্ঠিত, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্যে *(১ করি ১:২৭-২৯)*"। "তার চেয়েও বড় কথা বরং এই যে, দেহের যেসব অঙ্গকে তুলনায় বেশি দুর্বল বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই সব অঙ্গ নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তেমনি যেসব অঙ্গকে তুলনায় কম সম্মানের বলে মনে হয়, সেগুলোকেই আমরা বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখি *(১ করি ১২:২২-২৪)*"। প্রতিবন্ধী ভাই- বোনদের প্রতি এই হচ্ছে আমাদের সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর মূল্যবোধ। আসলে প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী যা-ই হই না কেন, পিতা ঈশ্বরের চোখে আমরা সকলেই সমান। কেননা আমরা একই পিতা হতে জাত। আমরা একই পিতার সন্তান। আমরা একই তীর্থের তীর্থযাত্রী।

৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারসমূহ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদেরই আপনজন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে রয়েছে তাদেরও সমান অধিকার। আন্তর্জাতিক পরিসরে বর্তমান শতাব্দীর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে বিশ্ব। বাংলাদেশও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের সমস্যাটি যত ব্যাপক সে অনুযায়ী সমস্যা দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব দেয়া হলেও বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের ততোটা মূল্যায়ণ করা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মহৎ ব্যক্তি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে অবদান রাখলেও ব্যাপক পরিসরে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা দূর করতে সামাজিক উদ্যোগ তেমন লক্ষ্যণীয় নয়। এমতাবস্থায় প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অত্যাবশ্যকীয় অধিকারসমূহ:

* পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও নিজেকে বিকশিত করা
* সর্বক্ষেত্রে সমান আইনি সহায়তা ও বিচারগম্যতা নিশ্চিত করা
* পরিবারের প্রাপ্য উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন করা
* স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতামত প্রকাশ এবং সকল তথ্যপ্রাপ্তি
* শিক্ষার সকল স্তরে অংশগ্রহণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি
* সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্ম ও সুবিধা প্রাপ্তি
* কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধীতার শিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি
* সকল প্রকার নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ পরিবেশের সুবিধা প্রাপ্তি
* সর্বাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এবং শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ লাভ
* সংস্কৃতি, বিনোদন ও ক্রীড়া কর্মকান্ডে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ।

৭. প্রতিবন্ধীদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব: প্রতিবন্ধীতার সমস্যা বিভিন্ন পরিবারে ও সমাজে বিভিন্ন রকম। সাধারণত কোন একটি পরিবারের বা সমাজের মানবিক সচেতনতা, ধর্মীয় চিন্তাধারা, সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে প্রতিবন্ধীদের প্রতি পারিবারিক ও সমাজিক মনোভাব গড়ে ওঠে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে ধারণার অভাব বা ভ্রান্ত ধারণার কারণে তাদের প্রতি আমাদের যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে তার উপর নির্ভর করেও প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধীতাজনিত বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তাই আমাদের সকলের উচিত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা:

৭.১ মানবিক মর্যাদা: পরিবারে ও সমাজে প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটির যে দিকটা সমস্যাগ্রস্ত সে দিকটাতে তাকে সর্বোপরি সাহায্য করতে হবে। কখনোই তার দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাকে তিরস্কার বা কটূক্তি করা উচিত নয়। কোন কাজে তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি যে কাজে পারদর্শী কিংবা তাকে দিয়ে যে কাজটা ভাল মত করানো যাবে তাকে সেই কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিবার ও সমাজের সবার সহযোগিতা থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটিকে কোনভাবেই পরিবারের বা সমাজের বোঝা মনে করা যাবে না। তাদেরকে ভালবাসতে হবে। দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে। কেননা পরিবার ও সমাজের সার্বিক সহযোগিতায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জাতির মূল্যবান সম্পদে পরিণত হতে পারে।

৭.২ কর্মমুখি করার প্রয়াস: সমাজে যারা প্রতিবন্ধী বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দুর্বল তাদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মমুখি শিক্ষা বা সৃজনশীল কাজে উৎসাহী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল ও

স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য তাদের সমস্যাগুলো পরিবার এবং সমাজের লোকজনদেরকেই খুঁজে বেড় করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এলাকার উদ্বৃত্ত সম্পদকে প্রতিবন্ধী কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

৭.৩ সুষ্ঠু সামাজিকীকরণঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে অবহেলায়-অনাদরে পিছনে ফেলে রেখে সমাজ এগিয়ে যাবে তা কখনই সম্ভব নয়। সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অনেক মা বাবা আছেন যারা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে সংকোচবোধ করেন। তাই তাদরকে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য এ ধরণের মন মানসিকতার পরিবর্তন আনতেই হবে।

৭.৪ শিক্ষা ও বিনোদনের সুব্যবস্থাঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে পরিবারে ও সমাজে অবহেলার শিকার না হয় সেজন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা সমাজ ও পারিবার হতে তারা সবসময় বন্ধুসুলভ আচরণ পায় না। প্রতিবন্ধীরা দুর্দশা, দরিদ্রতার অভিশাপ নিয়ে অতিকষ্টে মানবতার জীবন-যাপন করবে এটা কখনোই শোভনীয় নয়। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ও বিনোদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭.৫ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণঃ আমাদের দেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার ধরনটা অন্যান্য দেশ হতে ভিন্ন। চিকিৎসা বলতে অজগ্রাম এমনকি শহরেও ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ আর পানিপড়া; যার ফলাফল শূন্য। আবার অলৌকিক পন্থায়ও এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দুরূহ। তাই তাদের সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এজন্য তাদের খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া চিকিৎসা পরবর্তী তাদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাও করতে হবে।

৭.৬ প্রতিবন্ধী ভাতা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ প্রতিবন্ধীদের জীবন-মানের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদেরকে সামাজিক ও সরকারি উভয় পর্যায়েই ভাতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করতে হবে। যারা একবারেই কিছু করতে পারে না, তাদেরকে অবশ্যই স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ভাতা প্রদান করতে হবে। আর যারা সক্ষম প্রতিবন্ধী তাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা কিছু করে খেতে পারে। সমাজে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের প্রতি একটু নজর দিলেই তারা ছোটখাটো কোন কাজ করে জীবনে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারে।

৭.৭ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনঃ বর্তমানে উন্নত চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসা করে প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হচ্ছে। কৃত্রিমভাবে অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রতিস্থাপনের সফল প্রয়োগে অনেকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ফিরে পাচ্ছে। আবার অনেক জটিল ও মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী সুস্থ হয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসছে। আমাদের দেশে আজও কল-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। দেশের কারখানাগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ার মানসিকতা খুব কমই লালন করা হচ্ছে। অথচ কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে মনপ্রাণ দিয়ে দায়িত্ব পালন করে। তাই প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাযথ পুনর্বাসন সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ঐকবদ্ধ্য প্রয়াস চালাতে হবে।

৭.৮ প্রমাণ্য চিত্র তৈরী ও প্রদর্শনঃ সমাজে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে একটা গোড়া নেতিবাচক মনোভাব আছে। আজও তাদেকে ভিন্ন চোখে দেখা হয়। যেন নেহায়েৎ করুণা করা হয়। মনে করা হয় তারা কাজের অযোগ্য। এই মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য আধুনিক গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ভূমিকা বিশাল। কেননা আধুনিক গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার রক্ষা, পুনর্বাসনের গুরুত্ব সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানের জন্য গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা যায় প্রতিবেদন, নাটক, টকশোসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

৮. শেষ কথাঃ প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা সমাজের বোঝা নয়। আমাদের মত তারাও মানুষ। তাদের মধ্যেও রয়েছে ঈশ্বর প্রদত্ত মেধাসম্পন্ন অনন্য প্রতিভা। আসলে প্রতিবন্ধীতা কোন অক্ষমতা নয় বরং ভিন্ন ধরণের সক্ষমতা। মানবাধিকার, উপযুক্ত পরিচর্যা, অনুকূল পরিবেশ, আর্থিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমবেদনা পেলে তারাও দেশ ও জাতি গঠনে সুযোগ্য অংশীদার হতে পারে। সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরাও জগতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। তাই তাদের মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। সুতরাং আমাদেরকে খুবই সতর্ক হতে হবে এবং প্রতিবন্ধীদের অবহেলা না করে তাদের দিকে ভালবাসা ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সকলেরই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা আমাদের মত তাদের মধ্যেও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-ভালবাসা ও দেশপ্রেমের প্রাণবন্ত অনুভূতি আছে। এজন্য আমাদেরকেই প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের পরমুখাপেক্ষিতার পথ থেকে স্বাবলম্বিতার পথে আনতে হবে। সমাজের আর দশজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের মত তাদেরকেও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে পরিণত করার পদক্ষেপ আমাদেরকেই নিতে হবে। কেননা ঈশ্বর তাঁর বাণী দিয়ে আমাদেরকে বলছেন "সংসারের চোখে যা মূর্খ, পরমেশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্য।... পরমেশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন, যা প্রতিষ্ঠিত, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্যে (১ করি ১:২৭-২৯)।" ৯

তথ্যসূত্রঃ

১. মিঙো, ফাদার খ্রিস্তিয়াঃ মঙ্গলবার্তা বাইবেল, প্রভু যীশুর গির্জা, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

২. গারেল্লো, ফাদার সিলভানো (সম্পা.): প্রতিবন্ধী-লা'রসের প্রাণ কেন্দ্র, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩. গারেল্লো, ফাদার সিলভানো (সম্পা.): রোগীদের মঙ্গলবার্তা, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

৪. https://www.banglanews24.com/opinion/news/bd/445839.

দুর্দিনেও প্রভুর জয়গান করো

চারিদিকে উচু-নিচু পাহাড়, সবুজ বৃক্ষরাজিতে ঘেরা, সেই পাহাড়ের পাদদেশে তাবু খাটিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে ৫০ জন যুবক-যুবতিদের একটি খ্রিস্টীয় যুবসেমিনার চলছিল। একদিন পড়ন্ত বিকেলে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য যুবক-যুবতিদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে বাইরে পাঠানো হয়। হাঁটতে হাঁটতে তিন বান্ধবী কেথি, দেবী ও শারণ দলচ্যুত হয়ে পথ হারায়। সম্ভবত যাত্রার মাঝপথে তাদের সবাইকে যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন তখন তারা নিজেদের মধ্যে জোরে-জোরে কথা বলছিল। এরজন্য তাদের এ অবস্থায় তারা এখন কি করবে ভেবে পায় না।

দেবী বলল, "আমরা যদি কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি; তাহলে হয়তো আমাদের খোঁজে কেউ ফিরে আসবে।" কেথি বলল, "আমাদের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি কোনদিকে যেতে হবে। তোমরা শুধু আমাকে অনুসরণ কর। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাটি খুঁজে পাবো।" তার কথায় সায় দিয়ে দেবী ও শারণ কেথির সাথে পথ চললো। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তারা বুঝতে পারলো কেথি তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। কেথি বলল, "দুঃখিত, আমি আসলে রাস্তাটি ভুলে গেছি। চল আমরা আগুন জ্বালাই। কারণ আগুনের ধুঁয়া দেখলে অন্যান্য বন্ধুরা আমাদেরকে খুঁজে পাবে।"

শারণ জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কাছে কি কোনো দিয়াশালায় আছে?" দুঃখের বিষয় তাদের সাথে সেটি ছিল না। দেবী বলল, "বন্ধুরা তোমাদের কি মনে আছে? একবার আমাদের এক শিক্ষক বলেছিলেন, তোমরা যদি কখনো বনে-জঙ্গলে হারিয়ে যাও, তাহলে তোমরা ঝরনাধারা খুঁজবে এবং খুঁজে পেলে সেটি অনুসরণ করবে। কারণ এই ঝরনাধারায় তোমাদেরকে বাড়ির দিকে পৌঁছে দিবে।"

হ্যাঁ ঠিক বলেছো দেবি, এটাই ভাল বুদ্ধি হবে, অন্যান্যরা বললো। সত্যি সত্যিই কিছু দূর হেঁটে তারা একটি জলধারা দেখতে পেল এবং কিছু দূরত্ব নিয়ে তারা তা অনুসরণ করলো। ভয়ে ভয়ে অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে তারা দেখলো তাদের রাস্তাটি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করে তারা দেখলো তাদের বামদিকে একটি খাঁড়া উঁচু পাহাড়, যেটিতে তারা উঠতে পারবে না; ডানদিকে আছে জলধারা, সেটিও অনেক গভীর, পার করা কঠিন; পাহাড়ের সম্মুখ দিয়ে যে জলধারাটি বয়ে গেছে তার কাছে একটি অন্ধকার গর্ত দেখা যাচ্ছে।

দেবী, কেথি ও শারণ গর্তের নিকটে এসে দেখলো এটি একটি অব্যবহৃত রেলগাড়ির সুড়ঙ্গ। কালো চিকচিকে গুমট অন্ধকার সুড়ঙ্গটি দেখে শারণ বলল, "আমি এই গর্ত দিয়ে যাব না।" আমিও না, কেথিও বললো। তখন দেবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমরা কোনদিকে যাবো, "আমরা তো আর পিছনে যেতে পারবো না। কারণ আমরা জানি না কোনদিক দিয়ে যাব এবং আমরা যদি এখানে থাকি তাহলে ঠাণ্ডায় গলে বরফ হয়ে মারা যাবো। আর দেখছই তো দিনের আলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি এই সুড়ঙ্গ নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও না কোথাও নিয়ে যাবে; হতেও তো পারে এটাই আমাদের তাবুর নিকটে নিয়ে যাবে। চল্ না আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যায়।"

শারণ কেঁদে-কেঁদে বলল, "ও নো, এই সুড়ঙ্গটি অনেক অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে।" দেবী কিছুটা মুখ লাল করে গম্ভীর মুখে বলল, "চলে আসো। সাহসিকতার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে এসো। আতঙ্কিত হয়ো না। আমাকে অনুসরণ কর। কেথি ও শারণ ভয়ে ভয়ে তাকে অনুসরণ করলো।

এঁটেল মাটির মতো দেয়ালগুলো আঠালো। ছাদ থেকে ফোটা ফোটা করে পানি পড়ছে। কথা বলার সময় তারা নিজেদের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। কি অভূত রহস্যজনক সুড়ঙ্গটি। সামনের দিকে যতই যায় ততই অন্ধকার মনে হয়। অনেক দূরে কিছুটা আলোর রশ্মি তাড়া করে তারা মনে সাহস নিয়ে হাটতে থাকে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে শারণ নিচে পড়ে যায়। ভয়ে আতঙ্কে সে কেঁদে কেঁদে বলে, আমি ফিরে যাবো, ফিরে যাবো।" দেবী শারণকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "তুমি একা যেতে পারবে না, শারণ। এসো আমরা একে-অপরের হাত ধরে সামনের দিকে রওনা দেয়। আর বেশি দূর হবে না মনে হয়। ঐ দেখ, আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত ওটাই শেষ পথ। আমাদের মনের সাহস বাড়ানোর জন্য এসো আমরা যিশুর গান করি।"

সেঁথি বলল, "কি গান করবো"। দেবী বলল, "ঐ গানটা, যে গানটি আমরা সেমিনারের প্রথমদিন শিখেছিলাম। "যিশুর সাথে চলোরে/ সে তোমাদের পথ দেখিয়ে দিবে/ আমি বিশ্বাস করি প্রভু আমার সঙ্গে আছেন।" আমি শুরু করছি বলে দেবী গান উঠালো, "যিশুর সাথে চলোরে....।"

স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মাঝে তার গলার স্বর কেমন যেন একটু অদ্ভূত শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এটাই শারণ ও সেথির চঞ্চলকে মনকে হালকা করলো। দেবীর গলার সাথে তারাও সুর মিলালো। গানটি গাওয়ায় তাদের মধ্যে আশার আলো জেগে উঠলো। যখন তারা সুড়ঙ্গের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছলো তখন তারা আবার সমসুরে আর একটি গান ধরলো, বিস্তীর্ণ পথ সাগরের মতো।" এই গানের কলি শেষ হতে না হতেই তাদের চোখে পড়লো সূর্যের পশ্চিমা আকাশের রক্তিম আলোকরশ্মি। অতি আগ্রহে সেদিকে তারা ছুটলো এবং তারা শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে পারলো। চোখে দুই এক সেকেন্ড মিটমিটে দেখার পর তারা তাদের চারপাশে পরিচিতি জায়গা ও গাছপালা দেখলো এবং সেগুলোই তাদেরকে পথ দেখালো। হঠাৎ করে দেবী বলল, "আমি কি দেখছি তোমরা-কি সেটি দেখতে পাচ্ছো? অন্যরা বলল, "কই না-তো।" দেবী বলল, "ঐ যে বামদিকে পতাকা দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত ঐ পতাকার সাথে আমাদের তাবু, যেখান থেকেই আমরা এসেছিলাম"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীর্ঘ এক থেকে দেড় ঘন্টা পথ পাড়ি দিয়ে তারা তাদের তাবুতে আসতে সক্ষম হয়েছে।

লেখকের মতে, আমি যখন এই অ্যাড্ভেঞ্চারমূলক ছোট্ট গল্পের কাহিনী বলছিলাম তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটি সবার জন্য একটি শিক্ষনীয় বিষয় হবে।

শিক্ষণীয় এই জন্যেই বলাম যে, আমাদের অবশ্যই কোনো না কোনো সময় সেই জীবন পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সেই পথটি হতে পারে গল্পের এই সুড়ঙ্গের অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা, গন্ধ, ও ভীতিজনক অবস্থার মতো। হতে পারে আমাদের শারীরিক অসুস্থতা, হারানো কিছু বা নিরাশহীন হয়ে পিছুপা না হই। সাহসী দেবীর মতো আমরা যেন প্রভুর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ভক্তি ও আশা নিয়ে প্রভুর জয়গানে গেয়ে উঠি এবং সবকিছু মোকাবেলা করি। কারণ প্রভু পরমেশ্বরের কাছে অসাধ্য বলতে কিছুই নেই।

রাজা দাউদের জীবনে আমরা দেখি, তিনি দুঃখ-কষ্টের সময়ও প্রভুর গৌরব প্রশংসা করেছেন। সামসংগীত ২৯ ও ৫৭।

সাধু পল ও সিলাসও কারাবাসে বন্দী থাকা অবস্থায় প্রভুর স্তবগান করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভূমিকম্পে তাদের হাত পা থেকে শিকল খসে পড়েছিল। শিষ্যচরিত ১৬:২৫।

প্রভু যিশুর জীবনেও আমরা দেখি, ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও যাতনাভোগের পূর্বে জৈতুন পাহাড়ে যিশু গান করেছেন। মথি ২৬:৩০।

অতএব, তোমার জীবনের চলার পথ যতই কঠিন বা অন্ধকার-বিভীষিকা হোক-না কেন শুধুমনে রেখো প্রত্যেক সুড়ঙ্গ পথেরই সমাপ্তি আছে এবং ঈশ্বর তোমার সঙ্গে সর্বদাই আছেন। কেননা তার স্বর্গরাজ্য ও মহিমা চিরন্তন আনন্দ। অতএব আনন্দিত মনে সবসময়েই প্রভুর জয়গান কর। জীবনের কঠিনতম বা দুঃখ-কষ্টের সময়ও প্রভুর জয়গান কর॥ ❑

মূলঃ আংকেল আর্থার

অনুবাদঃ মানুয়েল চাম্বুগং

করোনাভাইরাসে মানুষ মরেছে মনুষ্যত্ব নয়

নিকোলাস (সত্য) গমেজ

পৃথিবীতে অনেক ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ভাইরাসের জন্য ঔষধও (Vaccine) বের হয়েছে আর মানুষ সুস্থও হয়েছে। তবে বেশির ভাগ মানব-ভাইরাস পৃথিবীতে রয়ে গেছে যা এখনও নির্মূল হয়নি। আমরা জানি-বাইবেলে অনেক রোগের কথা উল্লেখ আছে, বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ তৎসময়ে কোন চিকিৎসা ছিল না। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের ভাইরাসের প্রার্দুভাব হয়েছে যার নাম অনেকের জানাও নেই। তবে যক্ষা রোগটি অনেক বেশি দিনের কথা নয়। কথায় বলা হতো- "যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা।" কিন্তু বর্তমানে যক্ষা রোগটি কোন বিষয়ই নয়, কারণ এর চিকিৎসা বের হয়েছে। বর্তমানে যে করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এই ভাইরাসটিও কোন মারাত্মক রোগ নয়। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে সুস্থ হওয়া যায়। যখন Vaccine বের হবে তখন ঠিক সেই যক্ষা রোগের মতই করোনাভাইরাস রোগটি কোন বিষয়ই হবে না, মানুষ অবশ্যই সুস্থ হবে।

আমরা যদি একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি- ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে-প্লেগ (Plague) রোগ, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে -কলেরা (Cholera) রোগ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনিস ফ্লু (Spanish Flu) বিভিন্ন ভাইরাস (রোগ) পৃথিবীতে এসেছিলো তখন হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে যা ইতিহাস বলে। প্রায় একশত বছর পর পর পৃথিবীর একটি বৈশ্বিক পরিবর্তন হয়ে আসছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করেছে এবং বিজ্ঞানীদের ধারণা নোভেল করোনাভাইরাস (Novel Corona Virus)-টি চীন দেশের "উহান" শহর থেকে সৃষ্টি হয় এরপর ইতালি, স্পেন, ব্রিটেন ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে আমেরিকায় ও বিশ্বের প্রায় ২১০টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সারা বিশ্বে এই পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ২২ লক্ষ ৬২ হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। তারপরও মানুষের জীবন ও জীবিকা থেমে নেই। আমরা জানি- পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জি শহরে। সারা বছরই অনবরত বৃষ্টিপাত হতে থাকে কিন্তু কেউ বসে থাকে না, সবাই জীবন ও জীবিকার জন্য যার যার কাজে ব্যস্ত। মাথায় ছাতা, রেইন কোট পরিহিত ও বিভিন্নভাবে Protect দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি যতদিন করোনাভাইরাস এর Vaccine না বের হবে ততদিন আমাদের এইভাবে Protect দিয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে যেতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তবে করোনাভাইরাস (Corona Virus)- এর জন্য আতঙ্কের কোন কারণ নেই শুধু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই হবে। বিশেষ করে মাস্ক (Mask) অবশ্যই পড়তে হবে, অবহেলা করা যাবে না অন্যথায় করোনাভাইরাস কাউকেও রেহাই দেবে না।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ন্যায় হাসনাবাদ ধর্মপল্লীবাসীরাও বসে নেই- সবাই যার যার কর্তব্য পালন করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশের ব্যবস্থাপনায় ধর্মপল্লীতে করোনাভাইরাসের জন্য দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের ত্রাণ (খাদ্য সমাগ্রী ও অনুদান) দেওয়া হয়েছে। এ ত্রাণ উদার ও মহান ব্যক্তিদের সাহায্যেই বিতরণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টাগণ এবং বিভিন্ন উদার ও মহান ব্যক্তিগণ দেশ-বিদেশ থেকে ত্রাণ (দান, অনুদান) প্রদান করেছেন যা সংগঠনের সকল সম্মাণিত সদস্য-সদস্যাগণ তাদের সেবাদানে মাধ্যমে বিতরণ করেছে।

বিভিন্ন খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ - এর সম্মানিত বোর্ড সদস্য, উপদেষ্টাগণ, পরামর্শকগণ, বিভিন্ন কমিটি ও বিভিন্ন ধর্মপল্লীর সম্মানিত সেবাদানকারী ব্যক্তিগণ দ্বারা দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। করোনাভাইরাস (Covid-19)-এর ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন সেবাদান কার্যক্রমের মূল ভূমিকা পালন করেছেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতসহ পালকীয় পরিষদের কিছু সদস্য।

করোনাভাইরাস যখন প্রকট, ঘর থেকে কেউ বের হয়নি তখনও কিন্তু কোন কোন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত কাউকে কাউকে মিশনে যেতে বলতেন। যেমন- হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এই সময়ে প্রতি সপ্তাহে আমাকে ও সেলেষ্টিন রোজারিওকে গির্জায় যাওয়ার জন্য বলতেন আর আমরা দু'জনে এই মহামারী করোনাভাইরাসের সময়ে ভয়ে ভয়ে পাল-পুরোহিতের কাছে ছোট মিটিং এর জন্য যেতাম, কিভাবে ত্রাণ বিতরণ করা যায় ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে কিভাবে সেবাদান করা যায়। তখন এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম ছিল খুবই (Risk) ভয়াবহ। তখন রাস্তা এতই শুনশান-নিস্তব্ধ যে- রাস্তায় মানুষ তো দূরের কথা একটি কুকুরও দেখা যেতো না। শুধুই তাই নয়, করোনাভাইরাস যখন প্রকোট তখন যারা মৃত্যুবরণ করেছে সেই সময়েও আমরা দু'জনে মৃতের সৎকারের জন্য গির্জায় ও কবরস্থানে গিয়েছি। একদিন সম্মানিত পলিন দিদি বিস্ময়ে বলে ফেললেন- শুধু সেবা কাজ করলেই হবে না, নিজেদের জীবনের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

তবে এই ভয়াবহ কার্যক্রমে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি- এই করোনাভাইরাস মহামারী মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়েছে- আমরা যারা অমিতব্যয়ী আমাদের মিত্যব্যয়ী হতে শিখিয়েছে, আমরা যারা সঞ্চয়ী নই আমাদের সঞ্চয়ী হওয়া শিখিয়েছে, আমরা যারা অলস আমাদের কর্মঠ হতে শিখিয়েছে, আমরা যারা প্রার্থনায় অমনোযোগী ছিলাম আমাদের প্রার্থনাশীল হতে শিখিয়েছে, আমরা যারা সেবাদানকারী ছিলাম না আমাদের সেবাদান করা শিখিয়েছে আর এই ভয়াবহ মহামারী অবস্থায় নিজেদের জীবনকে উপেক্ষা করে সেবাদান ও মৃতের সৎকার করে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা হয়েছে সুতরাং করোনাভাইরাস মানুষকে মারতে পেরেছে কিন্তু মনুষ্যত্বকে মারতে পারেনি। তবে মিশনের ত্রাণ গ্রহণকারীগণও বুঝতে পেরেছে যে, ত্রাণ নেওয়াটা গৌরবের বিষয় নয় যেহেতু সিংহভাগ মানুষই সক্ষম ও কর্মঠ। তাই অনেকে ত্রাণ নেওয়া থেকে বিরতও হয়েছে এবং স্বনির্ভর হয়েছে।

অপরদিকে যদি দেখি- করোনাভাইরাসে পৃথিবীর প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে প্রাণ, স্বস্তিতে বন্যপ্রাণী। জীবজন্তু, পশু-পাখী আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বচ্ছ-সতেজ তৃণমূল গজিয়েছে, বাগানে বাগানে ফুল ফুটেছে, পাখীরা গান ধরেছে, প্রজাপতি আপন মনে উড়ে বেড়াচ্ছে আবার সমুদ্রে ডলফিন ও বিভিন্ন মাছ আপন মনে চলে বেড়াচ্ছে-এ যেন এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে।

যদিও করোনাভাইরাসে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তবে আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক বড়-বড় নেতা-নেত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু যারা ছিন্নমূল- প্রান্তিক মানুষ, দরিদ্র, অতি দরিদ্র ও মেহনতি মানুষ তাদের মৃত্যুর সংখ্যা অতি নগন্য, কারণ এই ধরণের মানুষ অত্যন্ত কর্মঠ তারা বুঝতেই চেষ্টা করে না যে, করোনাভাইরাস রোগটি আছে। তারা জীবনকে নয় জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত, কারণ জীবিকাই তাদের একমাত্র সম্বল।

বর্তমান সরকার প্রশাসনকে বিশেষভাবে সাধুবাদ দিতে চাই যে, সরকার করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর পদক্ষেপ নিয়েছেন যা অতুলনীয়। চিকিৎসা, ত্রাণ বিতরণ, দান-অনুদান, প্রনোদনা প্রভৃতি ছাড়াও বাংলাদেশের জনগণের জন্য বিভিন্ন সেবাদানে নিয়োজিত আছেন। প্রশাসন আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরে জনগণদের সুন্দর বাক্যটি তুলে দিয়েছে - (No Mask, No Service)। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, ডাক্তারগণ, নার্সগণ, পুলিশ-আর্মি প্রশাসন, দেশের সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সাধারণ জনগণ এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিস্বার্থভাবে সেবাদান দিয়েছে ও দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের তুলনায় প্রবাসী বাংলাদেশী মানুষের মৃতের সংখ্যা যদিও বেশি কিন্তু মৃতের সৎকারের জন্য কেহই পিছুপা হয়নি, নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে মৃতের দাফন ও সৎকার করে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা হয়েছে ও করে যাচ্ছে। করোনাভাইরাস মানুষকে মারতে পেরেছে কিন্তু মনুষ্যত্বকে নয়। শুধু তাই নয়- ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার টেলিভিশনের সংবাদে দেখতে পেলাম- কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের একজন সাধারণ নার্স রুনু ভেরোনিকা কস্তা নিজের জীবনকে বাজী রেখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মুখে সর্বপ্রথম করোনাভাইরাসের টিকা (Vaccine) নিয়ে অনেক বড় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে যা প্রশংসার দাবী রাখে। আমি রুনু ভেরোণিকা কস্তাকে স্যালুট জানাই। সুতরাং করোনা ভাইরাস যদিও মানুষকে মারতে পেরেছে কিন্তু মনুষ্যত্বকে নয়॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

"মঞ্জরী" অগ্রদূত ছাত্র সংগঠনে, ২০২০। ❑

তীর্থ! তীর্থ!! তীর্থ!!!

বনপাড়া লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীর পর্ব এবং তীর্থ উদ্‌যাপন

শ্রদ্ধাভাজন সুধী,

আসছে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার বনপাড়া ধর্মপল্লীর পর্ব ও প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মারীয়ার তীর্থ মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হবে। আপনারা দলে দলে এই মহাতীর্থে অংশগ্রহণ করে মা মারীয়ার ভক্তসকল মা মারীয়ার অসীম আশীর্বাদে ধন্য হোন।

অনুষ্ঠানসূচী -

১। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩:৩০ মিনিটে মা মারীয়ার বড় মূর্তির সামনে খ্রীষ্টযাগ ও নভেনা।

২। ১১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টায় ক্রুশের পথ, তারপর খ্রীষ্টযাগ ও নভেনা, অতঃপর প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিসহ (নিজ নিজ) রোজারিমালা প্রার্থনা করতে করতে আলোর শোভাযাত্রা।

৩। ১২ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মি. রোজারিমালা প্রার্থনা। সকাল ৯:০০ টায় পর্বীয় মহাখ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করবেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ডিডি, এসটিডি মহোদয়।

* খ্রীষ্টযাগ শেষে বনপাড়া ও ভবানীপুর ধর্মপল্লীর বৈঠকী গানের উপস্থাপনা।

* অত:পর সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজ।

পর্বকর্তা - ৫০০ টাকা ও
খ্রীষ্টযাগের উদ্দেশ্য - ২০০ টাকা মাত্র।
মায়ের কাছে যে কোন মানত ও করতে পারেন।

সকলের অংশগ্রহণ প্রার্থনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু
পাল-পুরোহিত,
বনপাড়া লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

রতনের চায়ের দোকান

মিল্টন রোজারিও

গ্রামের মাথায় নদীর পাড়ে একটি বিরাট বট গাছ। মানুষজন নদী পাড়া-পাড়ের সময় সেই বট গাছতলায় বসে একটু জিড়িয়ে নেয়। সেই বট গাছতলায় পচার রকমারী চায়ের দোকান। পচা বাঁশ দিয়ে মাচা বানিয়ে লোকজনদের বসার জায়গা করে দিয়েছে। যেন তারা সেখানে বসে চা-বিস্কেট, বিড়ি, সিগারেট খেতে পারে। নদীর পাড়েই পচাদের বাড়ী। পচার দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিসপত্রই পাওয়া যায়। যেমন- চাল, ডাল, তেল, সাবান, আটা এবং বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রকার ফল।

গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের একটি ছেলে পচা। বাড়ীতে তার মা-বাবা, ছোট একটি বোন এবং সদ্য বিবাহিত স্ত্রী আছে। পচার আসল নাম রতন। এতো সুন্দর একটি নাম থাকতে লোকে তাকে পচা বলে ডাকে কেন? এর পেছনে অবশ্যই একটি কারণ আছে। কারণটি হলো, রতন যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন ছিল আশ্বীন মাস। আর এ মাসে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পচার জন্মের দিন আকাশ ভেঙ্গে যেন বৃষ্টি নেমে এসেছিল। তাই ওর নানী ওকে এই নামটি দিয়েছিল। কিন্তু পচার মার এতে ঘোর আপত্তি ছিল। মাকে বলেছিল, তুমি আমার ছেলেকে পচা-পচা বলে ডাকবে না মা। ওর নাম রতন। আমার সাত রাজার ধন রতন। রতনের নানী নাতিকে তার পায়ে উপর শুইয়ে দেশের ঘানিতে ভাঙ্গানো খাঁটি সরিষার তেল মালিশ করছিল। রতনকে কোলে নিয়ে বলে, আহারে আমার সাত রাজার ধন। ও তোর কাছে রতন, আর আমার কাছে পচা। ঠিক তখনই রতন তার নানীর কোলে হাগু-মুতু করে দেয়। কাপড়-চোপড় সব নষ্ট করে ফেলে। রতনের নানী তখন জোড়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, দেখ-দেখ তোর ছেলে রতন আমার কি হাল করেছে। পচা না হলে কেউ এমন কাজ করে! রতনের মা তখন হেসে যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, আমার ছেলেকে আরো পচা-পচা বলো। এইবার হয়েছে তো!

সেই পচা এখন বড়ো হয়েছে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পর পর তিনবার তৃতীয় শ্রেণীতে ফেল করার পর আর তার স্কুলে যাওয়া হয় না। নদীর পাড়ে বাবার চায়ের দোকানে ছোট বেলা থেকেই কাজ করা শুরু করে দেয় সে। বাবাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। বাবার চায়ের দোকানের পাশাপাশি হাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল এনে বিক্রিও করতে থাকে পচা।

গ্রামের বন্ধুরা বিশেষ করে পচার বয়সের ছেলেরা ওর সাথে ভালোই মসকরা করে থাকে। আশে পাশের লোকেরা সবাই পচাকে পচা বলেই চেনে। দোকানে এসে বলে, পচা এক কাপ গরম চা দে। কেউ বলে পচা বিড়ি দে, পচা সিগারেট দে। পচা তার নাম নিয়ে অত ভাবে না। এই নাম লোকের মুখে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। মনে মনে ভাবে বাজারে তো পচা সাবান বলে একটা সাবানও পাওয়া যায়। পচা নামটা খারাপ হলে কেউ সাবানের নাম পচা সাবান রাখে? পচার আসল নামটা যে রতন সেটা সে ভুলেই গেছে এক রকম। বাড়ীতে মা-বাবা শুধু পচাকে রতন বলে ডাকে। পচা নামটি নিয়ে ওর স্ত্রী রিনারও খুব আপত্তি আছে। একদিন স্বামীকে বলে, দেখো মানুষ তোমাকে পচা-পচা বলে ডাকে; তাতে তোমার কোন রকম লাগে না? রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে হাসে। বলে, বলুক না আমি কি পচে গেছি নাকি? আমি তো মা-বাবার কাছে, তোমার কাছে রতন। মানুষ আমাকে পচা বলে ডেকে আনন্দ পায়। আর আমারও শুনতে-শুনতে গা সয়ে গেছে। ভালোই লাগে। দোকানে এসে যখন কেউ বলে, পচা চা দে। আমি তাদের চা দেই, বিস্কেট দেই, কলা দেই। ওরা আমার চা খেয়ে কি বলে জানো? কি করে জানবো, আমি কি তোমার দোকানে মানুষের সামনে কখনো গেছি নাকি! পচা বৌর কথা শুনে হাসে। বলে, মানুষজন আমার চা খেয়ে বলে, পচা তোর মত চা কেউ বানাতে পারে না। খুব মজা তোর চা। তুই কি তোর বৌর কাছে এই চা বানানো শিখেছিস নাকি? তা তুমি কি বল? আমি আর কি বলবো। কেবল হাসি।

রিনা পচার গা ঘেঁসে বসে বলে, আমি একটা কথা বলতে চাই। পচা বলে, বলো শুনি তোমার কি কথা। না বলছিলাম কি তোমার দোকানটি তো নদীর পাড়ে। আমরা যখন বাজারে যাই তখন দোকানে কত সুন্দর সুন্দর নাম লেখা দেখি। তোমার দোকানেও ঐরকম একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দাও না! আর তাতে লেখা থাকবে 'রতনের চায়ের দোকান'। তাই তোমাকে আর কেউ পচা বলে ডাকবে না। বাহ্। বেশ সুন্দর কথা বলেছো তো! আমি তো এমন করে কখনো চিন্তা করি নাই। আমি কালকেই বাজারে গিয়ে একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে নিয়ে আসবো। দোকানে উপরে লাগিয়ে দেব। সবাই দেখবে "রতনের চায়ের দোকান"। ব্যস, এরপর থেকে কেউ আর আমাকে পচা বলে ডাকবে না।

মানুষ কি সহজে পরিবর্তন হয়! বিশেষ করে গ্রামের মানুষজন। আগেকার সেই দিনও নাই, ঠিক তেমনি আগেকার সেই মন মানসিকতার মানুষজনও নাই। শুধু গ্রামে নয় সব জায়গায় একই অবস্থা। মানুষজন বদলাতে ভুলে গেছে। সুস্থ সুন্দর পরিবেশ পাওয়া দুষ্কর। মানুষের ভিতর এখন শুধু প্যাচ আর প্যাচ ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেক বৎসর পর সুস্বপ্ন দেশে ফিরে এসেছে। পচার বাল্যবন্ধু। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে। এখন বিদেশে থাকে। পচার সাথে দেখা নদীর পাড়ে। সুস্বপ্ন জিজ্ঞেস করে, কিরে কেমন আছিস পচা? তোর ব্যবসা, চায়ের দোকান কেমন চলছে? পচা বলে, আর বলিস না। খুব খারাপ অবস্থা। মানুষজন সদাই নেয়, পয়সা দেয় না, বলে পরে দিবো। অনেক টাকা এইভাবে বাকীতে আটকে গেছে। মোকামে মহাজনও বাকীতে মালামাল দিতে চায় না। তাই বুঝি? তা'তোর দোকানের নামটা তো খুব সুন্দর দিয়েছিস। তাতে কি লোকজন তোকে এখনও পচা বলেই ডাকে নাকি? এই কথা শুনে পচা চুপ থাকে। কিছুক্ষণ পর বলে, দুঃখের কথা আর কি বলবো, বল! আমার স্ত্রীর কথা শুনে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ডিজিটাল এই সাইন বোর্ডটি লাগালাম। কিন্তু কোন লাভ হইলো না। মানুষের কাছে এখনও আমার দোকানের নাম পচার দোকানই রয়েছে। আমি একা বদলালে তো হবে না! সবাইকে তাদের মন মানসিকতা বদলাতে হবে। তবেই একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশ আসবে। যাক, অনেক দিন পর তুই দেশে এবং আমার দোকানে এলি। বস, এক কাপ চা খা। বিদেশ ফেরত সুস্বপ্ন রতনের চায়ের দোকানে বসে। চা পান করে। রতন সুস্বপ্নর কাছ থেকে চায়ের দাম নেয় না। বলে, তুই আমার বাল্যবন্ধু। বাড়ীতে যতদিন আছিস, আসিস চা খেয়ে যাস। তোর সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। সুস্বপ্ন তার পকেট থেকে রতনকে দশ হাজার টাকা দেয়। বলে এটা রাখ। তোর চায়ের দাম। আমি রোজ তোর দোকানে এসে চা খেয়ে যাবো। বাল্যবন্ধু হিসাবে তোকে আমার সামান্য সহযোগিতা। মনে কিছু করিস না। আসি। আবার আসবো। রতন সুস্বপ্নর দিকে তাকিয়ে থাকে কৃতজ্ঞচিত্তে॥ ❑

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মাইকেল রোজারিও
জন্ম : ১০ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মাউছাইদ, মাউছাইদ ধর্মপল্লী

বাবা,

ঈশ্বর তোমাকে এই মর্ত্য হতে তাঁর স্বর্গরাজ্যে তুলে নিয়ে গেলেন একটি বছর হয়ে গেল। দিন, ক্ষণ, মাস, বছর কী করে যে এতো দ্রুততায় তার গন্তব্যে যাচ্ছে চলে আমাদের ভাবনারও অতীত। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতিময় অতীতগুলো আজও বারবার আমাদের হৃদয়ে পটে আঁকা ছবি হয়ে উদয় হয়। তোমার এই স্মৃতিগুলোই আমাদের চলার পথের শক্তি, সাহস ও সুখ-দুঃখের সাথী।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন সচেতন, বিবেকবান, বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। গ্রাম, সমাজ তথা মিশনের একজন একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ কণ্ঠের সাহসী এক নেতৃত্বের অধিকারী। পরোপকারী, সমাজ সেবক ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনাশীল একজন খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টযাগে, বাড়ি বাড়ি প্রার্থনায় তিনি ছিলেন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও উচ্চস্বরে প্রার্থনা করা নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি। ধর্মপল্লীর প্রতিটি কাজে বাবার ভূমিকা সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করা যেন সেবার মনোভাব প্রকাশ করে। তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ও ন্যায়ের পথের আদর্শের প্রতীক। বাবা, আজ আমরা তোমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমার সন্তানেরা ভক্তি, শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ও ভালোবাসায় যথাযোগ্য চিত্তে স্মরণ করছি। আজ এই বিশেষ দিনে তুমি আমাদের সবাইকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন তোমার গুণাদর্শনগুলো আজীবন নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে এগিয়ে যেতে পারি।

শোকার্তচিত্তে

তোমারই ছেলে-ছেলে বউ, মেয়ে-জামাতা, নাতী-নাতনী, পুতি-পুতিন ও সকল আত্মীয়-স্বজন।

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

যদি থেকে থাকি আমি তোমাদের হৃদয়ে,
চোখের তারায়,
যদি জীবনের জটিল পথ চলতে চলতে,
সুখে-দুঃখে মনে পড়ে আমাকে
বলবো না মুছে ফেল
শুধু বলবো মনে রেখ, আমিও ছিলাম।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির অমোঘ বিধান, "জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে ১৭টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি চলে গেছ পরপারে, স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমার স্নেহ-ভালবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, গভীর আন্তরিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

প্রয়াত জন পিটার কস্তা
জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ. ঃ কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–
স্ত্রী : লতিকা জার্লেট কস্তা
ছেলে ও ছেলে বউ : পলাশ ও লিজা কস্তা
মেয়ে : লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই : প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি : স্ট্রীগ ও রিদম
নাতনী : স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

ফাঁদ

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

শ্রাবন্তী নামে এক মেয়ে নামকরা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র বেশি ভাল নয়। ছোট থেকেই সে অন্যের জিনিস না বলে তার ব্যাগে ভরে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলে। এভাবে ধীরে-ধীরে তার এই অভ্যাসটি চুরি করায় পরিণত হয়।

শ্রাবন্তী যখন ৭ম শ্রেণীতে উঠে তখন তার চুরি করার অভ্যাস বা প্রবণতাটা আরও দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। সে পড়া-শুনায় তেমন ভাল না হলেও খুবই চালাক। সে প্রতিদিন স্কুলে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য বান্ধবীর ব্যাগ খুলে বই, খাতা, কলম কিংবা টাকা চুরি করে। যখন অন্যেরা তা জানতে পারে এবং প্রধান শিক্ষককে জানায় তখন সে অস্বীকার করে যে, সে চুরি করেনি।

এভাবে প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে বিধায় প্রধান শিক্ষক নিজেই এর প্রমাণ খুঁজতে চেষ্টা করেন। অবশেষে প্রধান শিক্ষক ঠিকই ধরতে পারেন কে প্রতিদিন একইভাবে বই, কলম টাকা পয়সা ইত্যাদি চুরি করছে। সে আর কেউ নয়, সে হল শ্রাবন্তী। সুতরাং সে নিজেই নিজের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

শ্রাবন্তীর এই ব্যবহার তার মা-বাবা ও অনেক কষ্ট পায়, অপমানিত হয় এবং

লোকজনও তাদের নামে সমালোচনা করে। অবশেষে শ্রাবন্তীর এই মিথ্যা বলার কারণে তাকে স্কুল থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই এসো বন্ধুরা, আমরা সত্য স্বীকার করি যেন কোন ফাঁদে না পড়ি। নতুবা শ্রাবন্তীর ন্যায় আমাদেরও একই দশা হবে॥ ❑

ছোট ভাইবোনদের প্রতি খোলা চিঠি

স্নেহের ভাইবোনেরা,

প্রথমেই তোমাদের জানাই স্নেহপূর্ণ আন্তারিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সবার সার্বিক মঙ্গল করুন। আশা করি সবাই সুস্থ শরীরেই আছ। প্রতিদিন জপমালার প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা হলো আমাদের আত্মার সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তির ঔষধ।

ভাইবোনেরা, আমি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে লেখার মাধ্যমে জানিয়েছিলাম, ছোট বড় সবার জন্য এ নামের ৫০০ কপির বই প্রকাশ করে তা বিনামূল্যে দান করব। ভাইবোনেরা আমার মৃত্যুর আগে ঈশ্বর আমার এ শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করেছেন। বইগুলি বিনামূল্যে দান করেছি। অফুরন্ত ধন্যবাদ জানাই প্রভু পরমেশ্বরকে। ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক শ্রদ্ধেয় ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরুকে। ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজকে, সুজন লেনার্ড গমেজ, তাইভেন এঞ্জল গমেজ, নিশুতি রোজারিও, দীপক সাংমা, আর মুদ্রনে জেরী প্রিন্টিংয়ে কর্মরত সবাইকে। বইটি লেখা শুরু করার আগে শ্রদ্ধেয় ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ আমার মাথার উপর হাত রেখে আমাক তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। ধন্যবাদ জানাই ফাদার জয়ন্ত এস গমেজকে। ভাইবোনেরা মনে রাখ, আমরা ঈশ্বরের কাছে যদি কিছু চাই, আর তা যদি আমাদের জন্য মঙ্গলময় হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের তা দান করেন। মনে রাখ, বিশ্বাসে, ঈশ্বর-বিশ্বাসে, স্বর্গ-বিশ্বাসে পরিত্রাণ। ছোট ভাইবোনেরা তোমাদের জন্য তোমাদের সবার পরিবারের সমস্ত কিছুর জন্য প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাদের সহায় থাকুন।

মাস্টার সুবল

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ মহোদয়ের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

নারীদের প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতার বিরুদ্ধে ভিডিও বার্তা রেখে পোপ মহোদয় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। নারীদের প্রতি সহিংসতা সমগ্র মানবতার অবক্ষয়। তাই তিনি বলেন, সমাজ নারীদের রক্ষা করবে এবং তাদের কষ্ট-যন্ত্রণাগুলোর দিকে সকলে মনোযোগ দিবে। পোপ মহোদয়ের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার নেটওয়ার্ক এর মধ্যদিয়ে তিনি সমগ্র কাথলিক মণ্ডলীকে নারীদের সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রার্থনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন হাজারো নারী মনস্তাত্বিক, মৌখিক শারীরিক যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই সহিংসতাগুলো কাপুরুষোচিত আচরণ ও মানবতার অবক্ষয়ই তুলে ধরছে। তাই পোপ মহোদয় সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য প্রার্থনা করতে বলছেন, যাতে করে সমাজ তাদের রক্ষা করে। পোপ মহোদয়ের ভিডিও বার্তায় ব্যবহৃত এনিমেশনে দেখানো হয় একজন নির্যাতিত নারীর গল্প যিনি নিজ শক্তি ও সাহসের মাধ্যমে নির্যাতন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। জাতিসংঘের প্রদত্ত নারীর ওপর সহিংসতার চিত্র তুলে ধরে পোপ মহোদয় বলেন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন ১৩৭জন নারী নিজ পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই হত্যার শিকার হচ্ছে, পাচারকৃত অর্ধেকই হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী, বিশ্বে ৩জনের মধ্যে একজন নারী জীবনের কোন এক পর্যায়ে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গত বছর মহামারীর কারণে যখন বাইরে বের হওয়া যাচ্ছিল না, ঘরের মধ্যেই থাকতে হয়েছে তখনও নারীরা অনিরাপদ ও ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। নারীর সহিংসতার বিরুদ্ধে আইন হলেও তা যথেষ্ট নয়।

১ম আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব দিবসে পোপ ফ্রান্সিসের অংশগ্রহণ

জাতিসংঘের সাধারণ সভা ৪ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মানব ভ্রাতৃত্ব দিবস রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস ৪ ফেব্রুয়ারি ভার্চুয়ালি এই দিবসটি পালন করবেন। সংযুক্ত আরব-আমিরাত থেকে শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ এই মিটিংটি হোস্টিং করবেন। পোপ ফ্রান্সিসসহ, আল-আযহার গ্রাণ্ড ইমাম আহমেদ আল-তায়েব, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিয় গুতেরেস এবং আরো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এ মিটিং এ যুক্ত হন। একই অনুষ্ঠানে মানব ভ্রাতৃত্বেও জন্য জায়েদকে পুরষ্কৃত করা হয়। মিটিং এবং পুস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি ভাতিকান সিটির ভাটিকান মিডিয়া থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় বিভিন্ন ভাষাতে স্থানীয় সময় ১৪:২০ মিনিটে। আন্তধর্মীয় সংলাপের পোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আয়োসো বলেন, পোপ মহোদয় সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি স্থাপনে একজনকে আরেকজনের সাথে একাত্ম হবার যে আহ্বান রাখছেন তা স্পষ্ট হয়েছে এ অনুষ্ঠানে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল আন্তধর্মীয় পোপীয় কাউন্সিল গঠন করেন। যার উদ্দেশ্য হলো কাথলিক মণ্ডলী ও অন্যান্য ধর্মের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংলাপ করা।

কাথলিক নিউজ সার্ভিসকে সংলাপ ও সৎ যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পোপ মহোদয়ের উৎসাহ দান

আমেরিকার কাথলিক বিশপদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিউজ এজেন্সীর ১০০ বছরের পূর্তি দিবসে পোপের সাধারণ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে পোপ মহোদয় অনানুষ্ঠানিকভাবে কাথলিক নিউজ সার্ভিসের সাথে কথোপকথন করেন ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। প্রস্তুতকৃত এক লিখিত বক্তব্যে পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন, বিগত শত বর্ষে কাথলিক নিউজ এজেন্সী ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে মণ্ডলীর মূল প্রেরণ কাজ বাণীপ্রচার এবং যিশুর মধ্যদিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের ভালবাসার সাক্ষ্য তুলে ধরে এক মহামূল্যবান অবদান রেখে যাচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে সংবাদ সহজেই বিকৃত করা যায় এবং ভুল তথ্য সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তসত্ত্বেও কাথলিক সংবাদ সংস্থা (CNS) তাদের মূলমন্ত্র- সত্যকে ন্যায়, বিশ্বস্থভাবে (fair, faithful, and informed) অবহিত করতে সংগ্রাম করে থাকে। কাথলিক সংবাদ সংস্থাকে উৎসাহ দিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংলাপ ও সৎ যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে কাজ করে যাও। আজকের সময়ে আমাদের এমন মিডিয়া দরকার যারা মন্দ ও ভালোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সহায়তা করবে। কোনকিছু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য ঘটনাকে তুলে ধরবে ।

পোপ মহোদয়ের বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস প্রতিষ্ঠা

গত রবিবারে দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পোপ ফ্রান্সিস ঘোষণা করেন দাদা-দাদি ও প্রবীণদের জন্য একটি বিশেষ দিবস প্রতিষ্ঠার কথা। এ বছর থেকেই জুলাইয়ের ৪র্থ রবিবারে তা পালন করা হবে। যিশুর দাদা-দাদি সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার পর্বদিবসের কাছাকাছি সময়েই তা পালন করা হবে। যিশুর নিবেদন পর্বে আমরা দু'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিমিয়ন ও আন্নার কথা শুনি। তারা পবিত্র যিশুকে চিনতে পারে। পবিত্র আত্মা আজও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যদিয়ে তাঁর জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা খুব মূল্যবান। কেননা তা ঈশ্বরের প্রশংসা গান করে এবং মানুষকে শেকড়ের সন্ধান দেয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বার্ধক্য একটি আশির্বাদ এবং দাদা-দাদীরা বিভিন্ন নতুন প্রজন্মের কাছে জীবনের অভিজ্ঞতা দান করার সংযোগকারী। তাই আমরা যেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কোনভাবেই ভুলে না যাই। পুণ্যপিতা বলেন, তিনি বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস প্রতিষ্ঠা করেছেন কারণ দাদা-দাদিদেরকে প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয়। তিনি দাদা-দাদী ও নাতি-নাতনিদের পরস্পরকে চেনা-জানার ওপর বিশেষ জোর দেন।

খ্রিস্টভক্ত, পরিবার ও জীবন বিষয়ক পোপীয় দপ্তরের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল কেভিন ফাররেল বলেন, বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস প্রতিষ্ঠা ভালবাসার আনন্দ (Amoris Laetitia) পরিবার বর্ষের প্রথম ফসল; মণ্ডলীর জন্য একটি উপহার যা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোন খ্রিস্টীয় সমাজে পালকীয় যত্নে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে, কেনাভাবেই কোন সমাজ প্রবীণদের যত্নদান বাদ দিতে পারে না। সকল ভাই-বোন (Fratelli tutti) সর্বজনীন পত্রে পোপ মহোদয় আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, একাকী আমরা কেউই নিরাপদ নই। এ কথা মনে রেখে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক ও মানব সম্পদকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো। ২৫ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস পালন করার প্রত্যাশা করছেন। তবে স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে বিস্তারিত জানানো হবে বলে দপ্তর জানিয়েছে।

মিরপুর সংবাদ

মিরপুর ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য সমবেত প্রার্থনা

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▮ বিগত ১৮ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার মিরপুর ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন ও সমবেত প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, ফাদার কাকন লুক কোড়াইয়া। অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ। প্রার্থনা সভার শুরুতে আর্চবিশপ, মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরুসহ বিভিন্ন মণ্ডলীর পালকগণ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এরপর মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের সব মণ্ডলীতেই তিনটি বিষয়ে মিল বা একতা রয়েছে। প্রথমত, একই যিশুকে আমাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করি, *দ্বিতীয়ত* আমরা সবাই দীক্ষাস্নানে বিশ্বাস করি এবং *তৃতীয়ত* আমরা বাইবেলে বিশ্বাস করি। মঙ্গলসমাচার পাঠের পর আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ মূলবিষয় "তোমরা আমার ভালবাসার আশ্রয়ে থাক, তা হলে তোমরা প্রচুর ফলে ফলশালী হবে" *(যোহন ১৫:৭ ও ১৭)*- এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত সুন্দর ও ফলপ্রসু সহভাগিতা সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি মণ্ডলীর ঐক্যের ইতিহাস, ক্রমবিকাশ এবং বাস্তব জীবনে এর গুরুত্ব ও করণীয় কি এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। অতপর সমবেত গান, উদ্দেশ্য প্রার্থনা ও সমবেত শেষ প্রার্থনা করার পর ৭:১০ মিনিটে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানের ১জন আর্চবিশপ, ৩জন ফাদার, ৪জন পালক, ৮জন সিস্টারসহ মোট প্রায় ১০৩ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শেষে সবার জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয় এবং আর্চবিশপ, ফাদারগণ, পালকগণ ও সিস্টারগণ টিফিন খাওয়ার সময় ক্ষুদ্র আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এই আলোচনা সভায় রাষ্ট্র, ভক্তজনগণ ও মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য আরো কি কি পদক্ষেপ ও বাস্তবমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে এই বিষয়েও আলাপ করা হয়। পরিশেষে ১৯-২৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সন্ধ্যা ৬-৭ পর্যন্ত বিভিন্ন মণ্ডলীতে সমবেত প্রার্থনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়।

মিরপুর ধর্মপল্লীতে সহকারি ফাদার সমীর রোজারিও-কে বরণ

সিস্টার শিল্পী আচারী লুইজিনা ▮ বিগত ২৪ জানুয়ারি রোজ রবিবার, মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরুর উদ্যোগে এবং মিরপুর পালকীয় পরিষদের সহযোগিতায় মিরপুর ধর্মপল্লীর নতুন সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও-কে ধর্মপল্লীতে বরণ করে নেওয়া হয়। রবিবারসরীয় খ্রিস্টযাগের পর ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু নতুন সহকারি ফাদার সমীরকে খ্রিস্টভক্তদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন ও স্বাগত বক্তব্য প্রধান করেন। তিনি তার সহভাগিতায় উল্লেখ করেন, মিরপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ অনেক সক্রিয় এবং ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়। আর এই চলমান ধারা বজায় রেখে ফাদার সমীর ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পালকীয় সেবা প্রদান করবেন যাতে করে মিরপুর ধর্মপল্লী একটি সত্যিই আদর্শ ধর্মপল্লীতে পরিণত হয়। অতপর, ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী এন্ড্রু রায়-এর উপস্থাপনায় নতুন সহকারি ফাদারকে ফুলের মালা এবং একটি নৃত্যের মধ্যদিয়ে বরণ করা হয়। এরপর নতুন সহকারী ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তার পরিচয় প্রদান করেন। অতপর তার যাজকীয় আহ্বান জীবনে আসতে বাবা-মা-ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের অবদানের সাথে সাথে তিনি প্রকাশ করেন সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু এবং গুণাবলী, গঠন, পরামর্শ তিনি ফাদার ফাদার প্রশান্তর কাছ থেকে পেয়েছেন বলে তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি ধর্মপল্লীর সবার আন্তরিকতা, সহযোগিতা, পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করে তার সহভাগিতা শেষ করেন। এই বরণ অনুষ্ঠানে ২ জন ফাদার, ১৩জন সিস্টার এবং প্রায় ৩৫০ জন খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিল॥

রাজশাহীতে হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

অসীম ক্রুশ ▮ গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহীর ১৭ নং ওয়ার্ড বনগ্রামে হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, প্রভিন্সিয়াল সুপিরিয়র, হলি ক্রস ব্রাদারস্ বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এএইচএম খায়রুজ্জামান (লিটন), মাননীয় মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোহা. মকবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী; বিশপ জের্ভাস রোজারিও এসটিডি ডিডি, বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ; ফাদার পল গমেজ, ভিকার জেনারেল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ; সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল এবং ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জনাব মো. শাহাদত আলী শাহু প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল, হলি ক্রস ব্রাদারস্ বাংলাদেশের পক্ষে নগরপিতা, শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরের নিকট যে সকল প্রত্যাশা তুলে ধরেন তা হলো- হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করা, শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদী প্রদান করা, স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য যেহেতু বাস থাকবে এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির চারিদিকের রাস্তা ভবিষ্যতে প্রসস্তকরণে সহায়তা করা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শিক্ষার্থীদের হোস্টেল তৈরীর জন্য জমি কিনতে সহায়তা করা।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, বাংলা মিডিয়ামের পাশাপাশি ইংলিশ মিডিয়ামও প্রতিষ্ঠানটিতে খোলা হবে। একসময় প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্তও প্রতিষ্ঠা করার সুদীর্ঘ পরিকল্পনা রয়েছে।

ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্বপ্ন দেখানো হবে এবং তা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তারা মানুষের মত মানুষ হবে অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারবে, শৃঙ্খলা শিখবে, নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ ও লালন করবে এবং জ্ঞান চর্চা করবে।

প্রধান অতিথি জনাব এএইচএম খায়রুজ্জামান (লিটন), বলেন, আজ হয়তো আমরা একটু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে উপকরণ দিয়ে গেলাম একদিন এ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণ ছেলেমেয়েদের কোলাহলে ভরে যাবে- সেদিন আর বেশি দেরী নয়। তিনি বলেন, আমি যদি কোনদিন মেয়র না-ও থাকি তারপরও স্কুল এন্ড কলেজ এবং ইহার হোস্টেলের জমি ক্রয়ে এবং অন্যান্য সার্বিক সহযোগিতায় সহায়তা করব। কারণ এখানে যে শিক্ষা দেয়া হবে তা আমি জানি কারণ আমরা দু'ভাইও অতীতে মিশনারি স্কুলে পড়ালেখা করেছি।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জনাব মো. শাহদাত আলী শাহু, ফাদার পল গমেজ এবং ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজ বিল্ডিং-এর পরিকল্পনা এবং সাইট পরিকল্পনাও সহভাগিতা করা হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা, সিএসসি, অধ্যক্ষ, হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, বান্দুরা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা॥

এসএমআরএ পরিবারে রজত জয়ন্তী ও চিরকালীন ব্রত অনুষ্ঠান

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ ▮ বিগত ৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, সাধু যোহন বাপ্তিস্তার গির্জা, তুমিলিয়াতে চারজন ভগিনী সিস্টারস চামেলী, লিউবা, অর্পা ও পিউসা তাদের সন্ন্যাস জীবনের রজত জয়ন্তী এবং সিস্টার মেরী রোজারিয়া চিরকালীন ব্রত উৎসব উদ্‌যাপন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে রজত জয়ন্তী উৎসব পালনকারী আরও দু'জন ভগ্নী– সিস্টার মেরী ষ্টেল্লা ইতালি থেকে আসতে না পারায় ও সিস্টার

মেরী মারীষ্টেল্লা হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে এই রজত জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই এ

অনুষ্ঠানে সকাল ১০টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার উপদেশে উৎসবকারী ভগ্নিগণ সাহসের সাথে এই ব্রতীয় জীবনে এগিয়ে এসেছেন বলে তাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেইসাথে তিনি ধর্মীয় ব্রতীয় জীবনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন– এই অনুগৃহিত জীবনে রিক্ততা খুবই দরকার। আর এই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি একজন সন্ন্যাসীর কথা বলেন– কোন এক আন্তধর্মীয় সম্মেলনে সেই সন্ন্যাসীকে কেউ তার বাড়ি কোথায় এই প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন- আমার কোন পিছন নাই। আছে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ সন্ন্যাসী বলেন যে তিনি বাড়িঘর সবই ছেড়ে এসেছেন। এখন যেখানে আছেন সেটাই তার বাড়ি। হ্যাঁ, আমাদেরকে কিন্তু এমনতর রিক্তই হতে হবে। এ আনন্দোসবে আর্চবিশপের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি, প্রায় ৩০ জন ফাদার, বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাদার, বিভিন্ন ধর্ম সংঘের সিস্টারগণসহ বিপুল সংখ্যক এসএমআরএ সিস্টার ও ভক্তজনগণ। সবাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসবকারী ভগ্নীদের সুন্দর নিবেদিত জীবনের জন্য পরমপিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। অতঃপর সংঘের পক্ষ হতে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল উৎসবকারী সবাইকে মাল্যদান করেন এবং সিস্টার রোজারিয়াকে চিরকালের জন্য আত্মদানের প্রতীক স্বরূপ মুকুট পরিয়ে দেন। তিনি অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই জুবিলী অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। এরপর কীর্তন গান করে উৎসবকারী ভগ্নীদেরকে মাতৃগৃহে নিয়ে আসেন আমাদের অনুজা ভগ্নিগণ। সবাই দুপুরে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করার পর এই উৎসবকারী ভগ্নিদেরকে উপলক্ষ্য করে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এসএমআরএ সংঘের সিস্টারগণ॥

দড়িপাড়ায় আর্চবিশপের পালকীয় সফর ও পবিত্র পরিবারের গির্জার পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▮ গত ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, প্রথম পালকীয় সফর করেন পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়াতে। আর্চবিশপ ১৪ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় দড়িপাড়া এসএমআরএ সিস্টারদের নভিশিয়েটে আগমন করেন। সেখান থেকে পাল-পুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুজ, অন্যান্য ফাদারগণ, সিস্টারগণ, নভিশগণ ও ধর্মপল্লীর প্রচুর সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে কীর্তন সহযোগে আর্চবিশপকে ধর্মপল্লীতে আনা হয়। পরে আর্চবিশপ মহোদয়কে পা ধুয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে ও বরণ নৃত্যের মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীতে বরণ করা হয়। পরে আর্চবিশপ মহোদয়ের মঙ্গলের জন্য এসএমআরএ সিস্টারদের পরিচালনায় বিশেষ আরাধনা করা হয়। ১৫ জানুয়ারি ছিল পবিত্র পরিবারের গির্জা, দড়িপাড়ার পর্ব দিবস। পর্ব উপলক্ষে সকাল ৬:৩০ মিনিট ও ৯ টায় দুটি খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ মহোদয়। দু'টি খ্রিস্টযাগেই খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতি ছিল অনেক বেশি। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয়কে সহযোগিতা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুজ ও অন্যান্য ফাদারগণ। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগে ১১জন ফাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় "পরিবারের গুরুত্ব, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও পিতা-মাতার ও সন্তানের ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রত্যেকটি পরিবারকে আদর্শ ও খ্রিস্টীয় পরিবার হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরিবারের সদস্যদের তিনটি শব্দ পরস্পরের মধ্যে অনুশীলন করার জন্য অনুরোধ জানান। শব্দ তিনটি হল (Please) অনুগ্রহ করে, (Thanks) ধন্যবাদ জ্ঞাপন, (Sorry) দুঃখিত। আমরা যদি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ তিনটি শব্দ ব্যবহার করি তাহলে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে"। খ্রিস্টযাগে শেষ আশীর্বাদের পরে আর্চবিশপ মহোদয়কে ও নব অভিষিক্ত তিন জন ফাদারকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে সকলের মাঝে আশীর্বাদিত কার্ড ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়। পরে দড়িপাড়া গির্জা প্রাঙ্গণে ধর্মপল্লীর ডনবস্কো ক্লাবের আয়োজনে কীর্তন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কীর্তন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন আর্চবিশপ ও পালপুরোহিত। শেষে পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় মার্সেল ডি'কস্তা

জন্ম ঃ ০৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

বাবা, আজ তোমার ৪১তম মৃত্যু বার্ষিকী। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক প্রিয়জনকে। কখন আমাদের ডাক আসবে জানি না! যতদিন বাঁচব, তোমাকে স্মরণ করবো আমাদের সুখ-দুঃখে।

বাবা, তোমার কথা লিখতে হলে মায়ের কথা স্মরণ করতেই হবে সব সময়। তোমার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ৩৯ টি বছর "মা" তোমাকে স্মরণ করেছে প্রতিদিনের প্রার্থনায়, প্রতি বছর তোমার মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেছে ঘরে মিশা দিয়ে, প্রতিবেশীতে লেখা, ছবি দিয়ে এবং কবরে গিয়ে। এখন মা ও নেই, কিন্তু মা তার ভালোবাসার আদর্শে আমাদের গড়ে তুলেছেন। তোমাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রার্থনা সবসময়ই বিরাজমান থাকবে।
আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় বাবা তুমি সর্বদাই উপস্থিত। আমৃত্যু ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা, নীলয়, নন্দা, গুলশান।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। দক্ষ, উদ্যমী ও যোগত্যা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদ আবেদনপত্র আহব্বান করা যাচ্ছে:

১. পদের নাম : সাধারন সম্পাদিকা (জেনারেল সেক্রেটারী)

পদ সংখ্যা : ১ জন (নারী প্রার্থী)। অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।
কর্মস্থল : সাভার ওয়াইডাব্লিউসিএ, সাভার
দায়-দায়িত্ব সমূহ:

- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর সার্বিক পরিচালনা ও দায়িত্ব পালন;
- অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরন;
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর জন্য পরিমাপযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, অর্জন যোগ্য বাজেট প্রনয়ন এবং বাজেট অনুসারে কর্ম সম্পাদন;
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়াদির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন;
- চলমান কর্মসূচী সহজ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত সকল কর্মসূচী পরিদর্শন ও মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
- নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরন।
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ কার্যকারীভাবে ব্যবহার;
- ন্যাশনাল এবং স্থানীয় বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সাথে সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ, সভা আহ্বান, মিটিং মিনিটস্ প্রস্তুতসহ এক্স অফিসিও হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করে যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরন;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন ফোরামে ওয়াইডাব্লিউসিএ-র পরিচিতি, যোগাযোগ, প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা;
- কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত কর্ম এলাকা পরিদর্শন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।
- প্রার্থীকে অবশ্যই নারীর অধিকার ক্ষমতায়ন মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হবে এবং এই কাজের জন্য যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজী লেখা ও বলায় পারদর্শি হতে হবে।
- কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।

২. পদের নাম : বাবুর্চি

কর্মস্থল : ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ঢাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা :

- নূন্যতম এসএসসি পাশ হতে হবে। কুলিনারী ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;
- কুক/শেফ হিসাবে হোটেল/গেস্ট হাউজ/ প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩-৫ বছরের বাস্তব কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- দেশীয়, চাইনিজ খাবার, কনটিনেনটাল খাবার, ফাস্ট ফুড, ইন্ডিয়ান খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহারের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- রান্নাঘর এবং খাদ্য প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে;
- মার্জিত, রুচিশীল, শালীনতাবোধ ও আন্তরিক হতে হবে;
- সার্বিক রান্নাঘর পরিচালনা ও আপ্যায়নের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি (উভয় পদের জন্য): বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী (উভয় পদের জন)

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
২. সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদি **আগামী ০৭ মার্চ, ২০২১** তারিখের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) অথবা susmita.hr.ywca@gmail.com এই ই-মেইলে প্রেরন করতে হবে।
৩. কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৬৬৪

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সেলস-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সেলস-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সেলস-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে। আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

বিশেষ কৃতিত্ব

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ডাঃ হেনরিয়েটা গোমেজ **পিতা থিওডোর গোমেজ, মাতা স্বর্গীয় রোজালিয়া গোমেজ (পুতুল)** এর কনিষ্ঠ কন্যা, বরিশাল জেলার পাদ্রিশিবপুর মিশনের কৃতি সন্তান, গত ২৬ জানুয়ারি - ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ এ অনুষ্ঠিত এফ.সি.পি.এস. পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ডাঃ **হেনরিয়েটা** ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম শ্রেনিতে হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেন এবং তেজগাঁও থানার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি. পরিক্ষায় ১৩তম স্থান লাভ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় হলিক্রস কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৫তম স্থান লাভ করেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি এবং ২৭তম বিসিএস পরিক্ষায় মেধা তালিকায় ৪৩তম স্থান লাভ করেন।

ডাঃ **হেনরিয়েটা** বর্তমানে ডাঃ এম.আর.খান শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এ সহকারী রেজিস্টার ও সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, ফার্মগেট এ জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। সে আগামীতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে নিজেকে আরও উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে মানুষের সেবা করতে আগ্রহী। সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

থিওডোর গোমেজ ও পরিবার
পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৪
Regd. No. DA-33
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
❖ 7 - 13 February, 2021, ২৪ - ৩০ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ:

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তি দিবস
৩ জানুয়ারি	প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
১০ জানুয়ারি	প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
১৬-২৫ জানুয়ারি	খ্রিস্টিয় ঐক্য সপ্তাহ
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব
১৭ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১৪ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ মার্চ	দূতসংবাদ মহাপর্ব
২৮ মার্চ	তালপত্র রবিবার
১ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
২ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
২ এপ্রিল	পুণ্য শনিবার
৪ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১১ এপ্রিল	ঐশ করুনার পর্ব
২৫ এপ্রিল	আহ্বান দিবস
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
১৬ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
২৩ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৩০ মে	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
৬ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
১১ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
২৪ জুন	দীক্ষাগুরু যোহনের পর্ব
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যু বার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
৭ অক্টোবর	জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
২১ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৮ নভেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
৬ ডিসেম্বর	বাইবেল দিবস
৮ ডিসেম্বর	অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
২৬ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবসসমূহ:

১৪ ফেব্রুয়ারি	পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
১৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ মার্চ	স্বাধীনতা দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ এপ্রিল	বিশ্ব বই দিবস
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
৯ মে	মা দিবস (মে মাসের ২য় রোববার)
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৩ মে	ঈদ-উল-ফিতর
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২০ জুন	বাবা দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
৩ জুলাই	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
২১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
১ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস (আগস্ট মাসের ১ম রবিবার)
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৩০ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার)
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দুর্গা পূজা)
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

বিদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" সে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।]

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org